মহিলাদের

তা'লীমুল মাসায়েল

মাওলানা হামিদা পারভীন

মহিলাদের
তা'লীমুল মাসায়েল
হায়েয ও নিফাস

সংকলণে

মাওলানা হামিদা পারভীন

কামিল হাদীস, (প্রথম শ্রেণী), কামিল তাফসীর (প্রথম শ্রেণী)

মুহাদ্দিস, মদীনাতুল উলূম মডেল ইনঃ মহিলা কামিল মাদ্রাসা, তেজগাঁও, ঢাকা।

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক

এম, এম, (প্রথম শ্রেণী) এম, এ,

অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-বাইতুল মামূর, মিরপুর, ঢাকা।

পরিবেশনায়

কিতাব মহল

৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

জামেয়া প্রকাশনী

৬, প্যারিদাস রোড,

বাংলাবাজার। ঢাকা-১১০০।

www.bjilibrary.com

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা
কিতাব মহল
৩৪/২, নর্থ ব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

[লেখিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯৭ ইং
অগ্রহায়ণ ১৪০৪ বাং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ ইং
ফাল্গুন ১৪০৪বাং

কম্পিউটার কম্পোজ
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ
আফতাব প্রেস
২/১, তনুগঞ্জ লেন
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

ISBN 984 8192 06 9

www.bjilibrary.com

উপহার

আমার ....

....কে

....নিদর্শন স্বরূপ

মহিলাদের তালীমুল মাসায়েল ঃ হায়েয ও নিফাস

কিতাবখানা উপহার দিলাম।

তাং.................... স্বাক্ষর.....................

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মহান আল্লাহ্‌পাকের অশেষ মেহেরবানীতে মহিলাদের তা'লীমুল 'মাসায়েলঃ হায়েয ও নিফাস' বইখানা রচনার কাজ সমাপ্ত হলো। অনেক দিন ধরে এ বইটি লেখার ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম। কারণ মহিলাদের মাঝে মাসয়ালা-মাসায়েল আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, অধিকাংশ মা-বোনেরা হায়েয-নিফাসের গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না, ফলে অজ্ঞতাবশত অনেক গুনাহের কাজ করে ফেলেন। অথচ শরীয়তে এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ রয়েছে। মা-বোনদের মধ্যে শরীয়তের হুকুম জানা ও মানার পূর্ণ মানসিকতা ও অনুভূতি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমাকে এ বইটি লেখার কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং পান্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন আমার মান্যবর স্বামী জনাব মাওলানা আবদুর রাজ্জাক। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

বাইখানি নির্ভুলভাবে পেশ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। যদি কারো নজরে কোন ভুল ধরা পড়ে তবে দয়া করে ক্ষমার চোখে দেখবেন এবং আমাকে জানিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

সাধারণভাবে সর্বস্তরের মহিলাগণ এ বই থেকে উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। পরিশেষে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে আকুল ফরিয়াদ তিনি যেন এ ক্ষুদ্র বইখানা কবুল করেন এবং আমাদের নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

বিনীত-

হামিদা পারভীন

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম খন্ড
প্রথম অধ্যায়
তাহারাত

১. তাহারাতের আভিধানিক অর্থ ঃ ৯
২. তাহারাতের শ্রেণীবিভাগ ৯
৩. তাহারাতের গুরুত্ব ১০
৪. বাস্তব জীবনে তাহারাতের প্রয়োজনীয়তা ১২
৫. তাহারাতের ফযীলত ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাজাসাত

১. নাজাসাত কাকে বলে? ১৬
২. নাজাসাতের প্রকারভেদ ১৬

তৃতীয় অধ্যায়
হায়েয

১. হায়েয কি? ১৮
২. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস ১৯
৩. হায়েয শুরু হওয়ার বয়স ২১
৪. হায়েয শেষ হওয়ার বয়স ২১
৫. হায়েযের রক্তের রং এর বর্ণনা ২১
৬. হায়েযের নিয়মিত মুদ্দত ২১
৭. হায়েযের রক্ত হবার শর্ত ২২
৮. তুহুরের অর্থ ২২
৯. তুহুরের সীমা ২২
১০. স্রাবের বিরতিকাল ২২
১১. হায়েযের সময়সীমা ২২
১২. মহিলাদের রক্তের বর্ণনা ২৩
১৩. হায়েযের মাসায়ালার পূর্ণ বিবরণ ২৩

www.bjilibrary.com

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়
নিফাস

১. নিফাস কাকে বলে? ২৭
২. নিফাসের রক্ত ২৭
৩. নিফাসের সময়সীমা ২৭
৪. নিফাসের বিবরণ ২৮
৫. হায়েয-নিফাসওয়ালী নারীদের শরয়ী আহকাম ৩০
৬. হায়েয নিফাস অবস্থায় নামাযের হুকুম ৩০
৭. নামাযের মাসয়ালা ৩২
৮. রোযার হুকুম ৩৬
৯. রোযা সম্পর্কিত মাসয়ালা সমূহ ৩৮
১০. হায়েয-নিফাস অবস্থায় ইতেকাফের বিধান ৪১
১১. হায়েয-নিফাস অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে বিধান ৪২
১২. হায়েয-নিফাস অবস্থায় কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করা ৪৩
১৩. হায়েয-নিফাস অবস্থায় হজ্জের হুকুম ৪৫
১৪. হায়েয নিফাস অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত ৪৬
১৫. হায়েয-নিফাস অবস্থায় সিজদার হুকুম ৪৮
১৬. ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস ৪৮
১৭. ঋতু চলাকালীন সহবাসে ভীতি প্রদর্শন ৪৯
১৮. সহবাস সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসায়েল ৫০
১৯. সহবাসের হুকুম ৫১
২০. ঋতুকালে সহবাসে ক্ষতি কেন? ৫১
২১. এ সম্পর্কে ডাক্তারদের অভিমত ৫২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ
ইস্তেহাযা বা রোগজনিত রক্তের বিবরণ

১. ইস্তেহাযা রক্তের পরিচয় ৫২
২. ইস্তেহাযা রক্তের প্রকার ভেদ ৫২
৩. হাদীসের আলোকে ইস্তেহাযার বিধান ৫৩
৪. ইস্তেহাযার অবস্থা ৫৪
৫. ইস্তেহাযা রোগীর করণীয় ৫৫
৬. ইস্তেহাযার হুকুম ৫৫

www.bjilibrary.com

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

১. হায়েয-নিফাসের রক্ত ধোয়ার পদ্ধতি ৫৬
২. এক নজরে কাপড় পবিত্র করণের মাসয়ালা ৫৮
৩. হায়েয-নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল ৫৯
৪. গোসল ফরয হওয়ার কারণ ৫৯
৫. এক নজরে হায়েয-নিফাসওয়ালী নারীদের মাসায়েল ৬০
৬. হায়েয-নিফাস গণনার সহজ পদ্ধতি ৬২
৭. হায়েযের হিসাব সংরক্ষণ ছক (ক) ৬৩
৮. নিফাসের হিসাব সংরক্ষণ ছক (খ) ৬৪

দ্বিতীয় খন্ড

প্রথম অধ্যায়
অযুর বিবরণ

১. অযুর গুরুত্ব ও ফজিলত ৬৫
২. অযু কেন করতে হবে ৬৭
৩. অযুর সুন্নত তরীকা ৬৭
৪. অযুর হুকুম ৬৯
৫. অযুর ফরজসমূহ ৭০
৬. অযুর সুন্নতসমূহ ৭০
৭. অযুর মুস্তাহাবসমূহ ৭১
৮. অযুর মাকরূহসমূহ ৭২
৯. অযু ভঙ্গার কারণসমূহ ৭২
১০. যে সব কারণে অযু নষ্ট হয় না ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়
গোসলের বিবরণ

১. গোসল সম্পর্কে কয়েকটি কথা ৭৩
২. গোসলের সুন্নত তরীকা ৭৪
৩. মহিলাদের গোসলের নিয়ম ৭৫
৪. গোসলের কতিপয় মাসায়ালা ৭৫
৫. গোসলের প্রকারভেদ ৭৬
৬. ফরয গোসল ৭৬

www.bjilibrary.com

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭.	স্বামী-স্ত্রীর সহবাস সম্পর্কে কিছু কথা	৭৬
৮.	স্বপ্নদোষ	৭৬
৯.	যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত	৭৬
১০.	মাসয়ালা	৭৭
১১.	হায়েয নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া	৭৭
১২.	পুরুষের অংগ কোন স্ত্রীলোক বা কোন প্রাণীর অংগে প্রবেশ করানো	৭৮
১৩.	যে সব কারণে গোসল ফরজ হয় না	৭৯
১৪.	ওয়াজিব গোসল	৭৯
১৫.	সুন্নত গোসল	৭৯
১৬.	মুস্তাহাব গোসল	৭৯
১৭.	মুবাহ গোসল	৮০
১৮.	গোসলের ফরয	৮০
১৯.	গোসলের সুন্নত	৮০
২০.	গোসলের মুস্তাহাব	৮০
	তৃতীয় অধ্যায়	
	তায়াম্মুমের বিবরণ	
১.	তায়াম্মুমের অর্থ	৮২
২.	তায়াম্মুয়ের শর্তসমূহ	৮২
৩.	তায়াম্মুমের ফরযসমূহ	৮৩
৪.	তায়াম্মুমের সুন্নতসমূহ	৮৩
৫.	যে সব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয	৮৩
৬.	যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম না জায়েয	৮৪
৭.	যে সব জিনিসে তায়াম্মুম নষ্ট হয়	৮৪
৮.	তায়াম্মুমের অন্যান্য মাসায়েল	৮৫
৯.	স্বামী-স্ত্রী মিলনের পর পবিত্র হওয়ার বিধান	৮৬
	চতুর্থ অধ্যায়	
১.	পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য	৮৮
	পঞ্চম অধ্যায় ঃ	
	মহিলাদের পোশাকের বিবরণ	
১.	নামাযের মধ্যে মহিলাদের পোশাক	৯০
২.	সতর ঢাকা ফরয	৯০
৩.	মহিলাদের সতরের ফিক্‌হি মাসয়ালা	৯১

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম করুনাময় ও দয়ালু)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

প্রথম খন্ড

প্রথম অধ্যায়

তাহারাত (اَلطَّهَارَةُ)

তাহারাত-এর আভিধানিক অর্থ ঃ

তাহারাত শব্দের আভিধানিক অর্থ শুচিতা, পবিত্রতা। শরীয়তের পরিভাষায়— দৈহিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন করার নাম তাহারাত। শরীয়ত মানুষের জন্যে পবিত্রতা অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন অত্যাবশ্যক করে দিয়েছে। যেমন- দৈহিক পবিত্রতা লাভের জন্যে অযু ও গোসল বাধ্যতামূলক করেছে। আর আত্মিক পবিত্রতা লাভের জন্যেও বিভিন্ন পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন- ঈমান গ্রহণ দ্বারা এবং গায়রুল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়ার দ্বারা।

আত্মিক পবিত্রতাকে শরীয়তের পরিভাষায় তাযকীয়ায়ে নফস বলা হয়।

তাহারাতের শ্রেণীবিভাগ ঃ

তাহারাত দুই প্রকার। ১। তাহারাতে যাহেরী (প্রকাশ্য)। ২। তাহারাতে বাতেনী (অপ্রকাশ্য)।

তাহারাতে যাহেরী ঃ দেহ, স্থান, পোশাক ময়লা আবর্জনা ও মল মূত্র হতে পবিত্র হওয়াকে তাহারাতে যাহেরী বলে।

www.bjilibrary.com

তাহারাতে বাতেনী ঃ ইসলামের বিপরীত আক্বিদা বিশ্বাস ও খারাপ চিন্তাধারা হতে আত্মাকে পবিত্র করার নাম তাহারাতে বাতেনী বা অভ্যন্তরীন পবিত্রতা। প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক ইমাম গায্যালী (রঃ) তাহারাতকে চারভাগে ভাগ করেছেন।

১। মল মূত্র ও আবর্জনা হতে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করা।

২। গোনাহ ও পাপের কাজ হতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা।

৩। খারাপ ও মন্দ চিন্তা হতে মনকে পবিত্র রাখা।

৪। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সব কিছুকে অন্তর হতে দূরে সরিয়ে অন্তকরণকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা।

তাহারাতের গুরুত্ব ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে রাসূল হিসাবে মনোনীত করে রেসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করার প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ যে অহী নাযিল করলেন সেখানে তাওহীদের শিক্ষার পরেই পরিপূর্ণ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পবিত্র কালামের বাণী— وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (الْمُدَّثِّرْ : ٤)

" আপন পোশাক পবিত্র করুন।" (আলমুদ্দাস্সীর, আয়াত ঃ ৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন—

(وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (التَّوْبَةَ-١٠٨)

"আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন" (আত্তাওবাহ , আয়াতঃ১০৮)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ (الْبَقَرَة : ٢٢٢)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" (আল্-বাক্বারা, আয়াত ঃ ২২২)

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ.وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ـ (الْبَقَرَة : ٢٢٢)

"ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদের নিকট গমন করোনা যতক্ষণ না তারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়।" (আল–বাক্বারা, আয়াত ঃ ২২২)

www.bjilibrary.com

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا - (الْمَائِدَة :٦)

"আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে থাকো, তবে পবিত্র হয়ে নাও।" (আল-মায়েদাহ্, আয়াত ঃ ৬)

মহানবী (স) নিজের জীবনে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন, নিজে পবিত্রতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে উম্মতকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ (مُسْلِم)

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"। (মুসলিম)

অতএব প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর এ সকল মূল্যবান নির্দেশ মেনে চলা এবং তদনুযায়ী নিজের যাহির ও বাতিনকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা। মন মস্তিষ্ককে ভ্রান্ত মতবাদ ও চিন্তাধারা এবং শিরক ও কুফরের আক্বিদা বিশ্বাস থেকে পবিত্র রাখা। পবিত্রতা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে না। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এরশাদ করা হয়েছে−

حَدِيْثٌ:

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ اَلطُّهُوْرُ - (رواه اَحْمَدُ)

হাদীসের অনুবাদ ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন,"বেহেশ্তের চাবিকাঠি হলো নামায, আর নামাযের চাবিকাঠি হলো পবিত্রতা।" (আহমদ)

এ হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কোন গৃহে প্রবেশ করতে হলে পূর্বাহ্নে সেই গৃহের চাবি হস্তগত করতে হয়, অন্যথায় চাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে গৃহে প্রবেশ করা আদৌ সম্ভব নয়। তদ্রূপ বেহেশ্ত লাভের জন্যে বা বেহেশ্তে প্রবেশ করার জন্যে নামায চাবিতুল্য। নামায ব্যতীত কেউ বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবেন না। কারণ নামায এমন এক ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর সমীপে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে থাকে, চূড়ান্তরূপে দীনতা প্রকাশ করতঃ আনুগত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন পেশ করে থাকে। তাই ইবাদত হিসেবে ইহা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই বান্দার জন্যে বেহেশ্ত লাভের একমাত্র বাহন।

www.bjilibrary.com

সুতরাং ইহা বেহেশ্‌তের চাবি। আবার অযূ গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত নামায পড়া যায় না। কাজেই পবিত্রতা নামাযের চাবিতুল্য।

নামায পড়ার জন্যে আল্লাহ্ পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করার তাকিদ করেছেন। মহানবী (স) ও এ ব্যাপারে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি হাদীসে এরশাদ করা হয়েছে– (مسلم) لَاتُقْبَلُ الصَّلٰوةُ بِلَاطُهُوْرٍ

"পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না।" (মুসলিম)

এমনকি পরিপূর্ণ পবিত্রতার অভাবে নামাযে ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন মহানবী (স)-এর একটি হাদীস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঃ

حَدِيْثٌ:

عَنْ شَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ رَوْحٍ رض عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَاءَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَايُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ وَاِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ ـ (رواه النسائى)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত শাবীব ইবনে আবু রাওহা তাবেয়ী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) এর সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) ফজরের নামায পড়লেন এবং (নামাযে) সূরায়ে রূম পড়লেন, কিন্তু পড়ায় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। যখন তিনি নামায সম্পন্ন করলেন, বললেন, এ লোকদের কি হয়েছে যে, তারা আমাদের সাথে নামায পড়ে অথচ ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করেনা। এরাই আমাদের কুরআন পাঠে এলোমেলো সৃষ্টি করে। –(নাসায়ী)

এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীর যথাযথ পবিত্রতার অভাবে ইমামের নামাযে পর্যন্ত গোলমাল সৃষ্টি হয়।

বাস্তব জীবনে তাহারাতের (পবিত্রতার) প্রয়োজনীয়তা ঃ

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে স্বাস্থ্যের মেরুদন্ড। শরীর সুস্থ রাখার জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন। হাদীস শরীফে এসেছে—

"اَلنَّظَافَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ" –"পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংগ।"

www.bjilibrary.com

اَللّٰهُ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ –"আল্লাহ্ পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন।"

যদি কোন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মোমিন হতে চায়, তবে তাঁকে পূর্ণরূপে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে। যারা নিয়মিত অযূ গোসল করে তাদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় চর্মরোগসহ সর্ব প্রকার রোগ অনেক কম পরিলক্ষিত হয়।

বাস্তব জীবনে পাক-নাপাকের দিকে লক্ষ্য রাখা গৃহিনীর একান্ত কর্তব্য। সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা এবং অন্যান্যদের পোশাক পরিচ্ছদে কোন প্রকার নাপাকী লেগে গেছে কিনা সেদিকে ও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

থালা, বাসন, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারেও গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। কারণ ঘরের এসব অভ্যন্তরীন বিষয়ে অন্য কেউ খোজ খবর নিতে যায় না। গৃহিণী যদি খাদ্যের সাথে নাপাক মিশ্রিত দ্রব্য পরিবেশন করে তবে সবাই নিশ্চিন্তে তা খেয়ে নেবে। তাই পারিবারিক জীবনের সার্বিক বিষয়ে পাক-নাপাকের দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব একজন গৃহিণীর উপরই বর্তায়। মুমীন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পাক-পবিত্রতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা যে কত জরুরী তা রাসূল (স) এর একটি হাদীস উল্লেখ করলেই অনুধাবন করা যাবে।

حَدِيْثٌ:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ۔ (متفق عليه)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (স) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বল্লেন ঃ এদের উভয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন বিরাট ব্যাপারে শাস্তি দেয়া হচ্ছেনা। এদের একজন প্রস্রাব করার সময়ে আড়াল করত না। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় (বলা হয়েছে) প্রস্রাব থেকে উত্তম রূপে পবিত্রতা লাভ করত না। আর অপরজন

www.bjilibrary.com

চোগলখোরী করে বেড়াতো অর্থাৎ একজনের কথা অন্য জনের কাছে লাগাতো। (বুখারী ও মুসলিম)।

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, অপবিত্রতার কারণে কবরে ভীষণ শাস্তি হবে। তাই দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ পেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

তাহারাতের ফযীলত

মহান আল্লাহ্ পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। কুরআনে পাকের ভাষায়– وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (التوبة :١٠٨) –

"আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন" (সূরা আত্তাওবা ঃ ১০৮)

এছাড়াও কুরআনে পাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের প্রশংসায় অনেক আয়াত রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই আমাদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। হাদীস শরীফে তাহারাত বা পবিত্রতার ফযীলত সম্পর্কিত বহু বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে কয়েকখানা হাদীস উল্লেখ করা হলো–

حَدِيْثٌ:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوَضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَاِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ـ (رواه مسلم)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না যে, আল্লাহ্ কিসের দ্বারা মানুষের গোনাহ্ মুছে দেন এবং তার পদমর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচালনা (যাওয়া, আসা) করা এবং এক নামায শেষ করার পর অপর নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটা হলো 'রিবাত' (প্রস্তুতি)।

www.bjilibrary.com

حَدِيْثٌ:

عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ ـ (متفق عليه)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত ওসমান (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করে, আর সেই অযু উত্তমরূপে করে, তার পাপসমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায়– এমনকি তার নখের নীচ হতেও পাপ দূর হয়ে যায়।

(বুখারী ও মুসলিম)

حَدِيْثٌ:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ ـ (رواه مسلم)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান বা মুমীন বান্দা অযু করে এবং মুখমন্ডল ধৌত করে তখন (অযুর) পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার চোখের (দৃষ্টি ঘটিত) যাবতীয় গোনাহ তার মুখমন্ডল হতে দূর হয়ে যায়। আর যখন হাত দুটো ধৌত করে, তখন ঐ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার হাত দুটো করেছে এমন সব গোনাহ তার হাত হতে চলে যায়। আর যখন পাদুটো ধৌত করে তখন ঐ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার পাদুটোর যাবতীয় গুনাহ্–যার দিকে সে হেঁটেছিল— দূর হয়ে যায়। অতপর সে গুনাহ্ হতে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (মুসলিম)।

www.bjilibrary.com

حَدِيْثٌ:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ .

(رواه الترمذى)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক অযু থাকতে (আবার) অযু করবে তার জন্যে (অতিরিক্ত) দশটি নেকি বরাদ্দ করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাজাসাত

নাজাসাত (অপবিত্রতা) কাকে বলে ?

শরীয়ত যে সকল বস্তুকে অপবিত্র ঘোষণা করেছে এবং আমাদের জ্ঞান যেগুলোকে নাপাক বলে জানে সে সকল বস্তুকে নাজাসাত বা অপবিত্রতা বলে।

অথবা, যা শরীর কাপড় বা অন্য কোন স্থানে লাগলে তার পবিত্রতা নষ্ট করে দেয় তাকে নাপাক বলে। এরূপ অপবিত্রতাকে ফিকাহ্র পরিভাষায় নাজাসাত বলে।

নাজাসাতের প্রকারভেদ ঃ

নাজাসাত দুই প্রকার ঃ

১। নাজাসাতে গালিযা ২। নাজাসাতে খাফিফা।

নাজাসাতে গালিযা (বড় ধরনের নাপাকী) ঃ যে সকল নাজাসাত মানগত দিক থেকে বড় সে সব নাজাসাতকে নাজাসাতে গালিযা বলে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এগুলোকে ঘৃণা করে এবং শরীয়ত এগুলোকে নাজাসাত বলে ঘোষণা করেছে। এ সবের অপবিত্রতা খুব তীব্রভাবে অনুভূত হয় এবং সে জন্য শরীয়তে এগুলোর ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ রয়েছে।

নিম্নে কয়েকটি নাজাসাতে গালিযা উল্লেখ করা হলো ঃ

মানুষের পেশাব, পায়খানা, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত যে কোন তরল বস্তু, সকল পশুর বীর্য, মানুষ বা পশুর রক্ত, হায়েয নেফাসের রক্ত, ক্ষত স্থান

www.bjilibrary.com

থেকে নির্গত পুঁজ বা রস, মদ বা অন্যান্য তরল মাদক দ্রব্য, সাপের খাল, মৃত ব্যক্তির মুখের লালা, সকল পশুর পায়খানা, যেমন গরু, মহিষ,হাতি, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি। উড়তে পারে না এমন পাখি, যেমন হাঁস, মুরগী ইত্যাদির পায়খানা। সকল হিংস্র পশুর পেশাব পায়খানা, শহীদ ব্যক্তির দেহ থেকে নির্গত রক্ত যা প্রবাহিত হয়।

এ সকল নাজাসাতের হুকুম হলো, এগুলো শরীর বা কাপড়ে এক সিকি বা তার চেয়ে কম পরিমান অংশে লেগে গেলে তা নিয়ে নামায পড়া জায়েয (বৈধ) হবে। তবে ধুয়ে ফেলায় সুযোগ হলে ধুয়ে ফেলা উত্তম। কিন্তু এক সিকির বেশী লেগে গেলে তা নিয়ে নামায পড়া জায়েয হবে না। অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে।

নাজাসাতে খাফিফা (হালকা নাপাকী) ঃ

যে সকল নাপাকী মানগত দিক থেকে হালকা এবং লঘু সেগুলোকে নাজাসাতে খাফিফা বা হালকা নাপাকী বলে। যদিও এগুলো বড় ধরনের নাপাকী নয় তবু এর থেকে দূরে থাকা উচিত।

নিম্নে কয়েকটি নাজাসাতে খাফিফা উল্লেখ করা হলো ঃ

হালাল পশুর পেশাব, যেমন– গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। ঘোড়ার পেশাব, হারাম পাখির মল, যেমন– কাক, চিল প্রভৃতি। হালাল পাখীর পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয় যেমন পান কৌড়ি।

এ জাতীয় নাপাকী, শরীর বা কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কম পরিমান স্থানে লেগে গেলে তা নিয়ে নামায হবে। এর বেশী হলে নামায হবে না।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়

হায়েয

হায়েয কি ?

হায়েয (حَيْضٌ) আরবী শব্দ। এর অর্থ ঃ জারী হওয়া বা প্রবাহিত হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায়, হায়েয বা ঋতুস্রাব বলা হয় ঐ রক্তকে যা একজন সুস্থ সাবালিকা মেয়ের জরায়ু হতে স্বাভাবিকভাবে যৌনাঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

যা রোগ বা সন্তান প্রসবের কারণে বের হয় না। বরং বালিগা হওয়ার পর থেকে বের হতে শুরু করে।

হায়েয সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ـ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ (البَقَرَة :٢٢٢)

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে: হায়েয (ঋতুস্রাব) সম্পর্কে নির্দেশ কি? তুমি বলো, সেটা একটা অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা। কাজেই তখন স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের কাছে গমন করবে না, যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। অতপর তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট গমন করবে ঠিক সেভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।" (আল বাক্বারা ঃ ২২২)

হায়েয বা ঋতুস্রাবকে আল্লাহতায়ালা বিশেষভাবে মেয়েদের প্রকৃতিগত করে দিয়েছেন। মহানবী (স) তাঁর একটি বাণীতে একথাটি বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ - (صَحِيْحُ الْبُخَارِى)

"এটা এমন এক বস্তু যা আল্লাহ তায়ালা আদমের কন্যাদের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।" বনী ইসরাইলের লোকদের জন্যে হায়েযের যে বিধান ছিলো, ইসলামের বিধিবিধান ও মাসআলা মাসায়েল তাঁর চেয়ে ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন

www.bjilibrary.com

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমীযি (রহ) হযরত আনাস (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,- "ইহুদীরা ঋতুবতীকে ঘর থেকে বের করে দিতো, পানাহারের সময় তাদেরকে সাথে রাখতো না এবং তারা ঘরে অপর কারো সাথে থাকতে পারতো না। আরব এবং তার আশেপাশের লোকেরাও ঋতুবতীদের সাথে ইহুদীদের এ অভ্যাসকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিল। তারাও ঋতুবতীদের সাথে অবস্থান ও পানাহার পরিত্যাগ করতে থাকে। এ প্রসংগে যখন নবী (স) কে প্রশ্ন করা হলো, তখনই আল্লাহ তায়ালা يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ আয়াত শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম (স) বলে দিয়েছেন ঃ "ঋতুবতীর সাথে সহবাস ছাড়া আর সবকিছুই জায়েয।" ইহুদীরা তাঁর এ বক্তব্য জানতে পেরে বলে উঠলো ঃ "এ লোকটি কি চায়? সেতো আমাদের রীতিনীতির কোনটিরই বিরোধিতা করতে বাদ দেয়নি।"

বস্তুত ইহুদীদের এ উক্তি ছিল অত্যন্ত অশোভন ও অন্যায়। কারণ ইসলামী শরীয়তের কোন আইন অমুসলিমদের বিরোধিতার জন্যে প্রয়োগ করা হয়নি। ন্যায় ও বাস্তবতার ভিত্তিতেই শরীয়তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনে চলার পথে মানুষ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, ইসলাম সে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। দুনিয়ার সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে কুরআন দুনিয়াবাসীকে এমন একটি উজ্জ্বল পথ দেখিয়েছে, যে পথে চললে কোন লোক বিপদগ্রস্ত হবে না বরং ইহ ও পরকালে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস ঃ

এ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

حَدِيْثٌ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَاَنَا حَائِضٌ فَاُعْطِيْهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِىْ الْمَوْضَعِ الَّذِىْ فِيْهِ وَضَعْتُهُ وَاَشْرَبُ الشَّرَابَ فَاُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِىْ الْمَوْضَعِ الَّذِىْ كُنْتُ اَشْرَبُ مِنْهُ - (مسلم)

www.bjilibrary.com

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড়ের গোশতের কিছু অংশ আহার করে বাকী অংশ নবী করীম (স) কে দিতাম। তিনি ঐ স্থানেই মুখ লাগিয়ে খেতেন, যেখান থেকে আমি খেয়েছি। আমি পানীয় পান করে ঐ পাত্র তাঁকে দিতাম। তিনি ঐ স্থানে মুখ লাগিয়ে পানীয় পান করতেন– যেখানে মুখ দিয়ে আমি পান করেছি। (মুসলিম)।

حَدِيْثٌ:

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِىْ حَجْرِىْ فَيَقْرَأُ وَاَنَا حَائِضٌ. (متفق عليه)

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আমার ঋতু চলাকালীন সময় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

حَدِيْثٌ :

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِىْ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ ـ

হাদীসের অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে মসজিদ থেকে চাটাই এনে দেয়ার নির্দেশ দেন। জবাবে আমি বলি– আমি তো ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন তোমার ঋতু তো তোমার হাতে নয়। (অর্থাৎ ঋতুবতী হওয়ার কারণে তোমার দুই হাত তো নাপাক হয়নি।)

(মসজিদে নববীর সাথেই হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরা ছিল এবং তার দরজাও মসজিদের দিকে ছিল। তাই মসজিদে প্রবেশ না করেই চাটাই আনা সম্ভব ছিল বিধায় এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।)

حَدِيْثٌ:

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِىْ مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَاَنَا حَائِضٌ ـ
(متفق عليه)

www.bjilibrary.com

হাদীসের অনুবাদ ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত মাইমূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একটি চাদরে নামায পড়তেন। এর কিছু অংশ আমার গায়ের উপর থাকতো আর অপর অংশ তাঁর গায়ের উপর থাকতো। অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুবতী। (বুখারী, মুসলিম)।

হায়েয শুরু হওয়ার বয়স ঃ

মেয়েদের হায়েযের রক্ত ৯ বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই আসা শুরু করে। স্বাস্থ্যের অবস্থাভেদে এ রক্ত ৯ বছরের পর যে কোন সময় আসতে পারে, এতে কোন দোষ নেই। এ ঋতুস্রাব মহিলাদের সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা হারানো পর্যন্ত চলতে থাকে।

হায়েয শেষ হওয়ার বয়স ঃ

হানাফী মাযহাবের গৃহীত মাসয়ালা অনুযায়ী মহিলাদের সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা রহিত হওয়ার বয়স ৫৫ বছর। সুতরাং ৫৫ বছর বয়সের পর যদি কোন মহিলার রক্ত স্রাব হয় তবে হায়েয বলে গণ্য হবে না। অবশ্য ৫৫ বছর বয়সের পরে যদি কোন মহিলার রক্তের রং একেবারে চকচকে কাল বা টকটকে লাল হয়, তাহলে সে রক্তকে হায়েয বলে ধরে নিতে হবে।

এরপরও কথা থেকে যায় যে, যদি কোন মেয়ে লোকের ৫৫ বছর বয়সের পূর্বের স্রাবের রং সবুজ, হলুদ বা মেঠে হয়ে থাকে আর ৫৫ বছর পরেও সেই রং-এর স্রাব আসে, তাহলে তাকে হায়েয বলে গণ্য করা হবে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হায়েয বন্ধ হওয়ার বয়সে তার স্রাবের রক্তের রং এ পরিবর্তন আসাও প্রয়োজন। এভাবে ৬০ বছর পর্যন্ত নিয়মিত স্রাব হতে পারে। ৬০ বছর পরে যে কোন বর্ণের রক্ত আসুক না কেন তাকে হায়েয বলা যাবে না।

হায়েযের রক্তের রং -এর বর্ণনা ঃ

হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে একমাত্র সাদা ব্যতীত লাল, কাল, হলদে, মেটে, সবুজ এবং ধুসর ইত্যাদি যে কোন বর্ণের রক্ত আসুক না কেন, তাকে হায়েযের রক্ত বলেই গণ্য করতে হবে। (হেদায়া)

হায়েযের নিয়মিত মুদ্দত ঃ

স্ত্রীলোকের সর্ব প্রথম অবস্থায় যে কয়েকদিন হায়েয থাকে, সেই কয়দিনই তার নিয়মিত মুদ্দত বলে জানতে হবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ

(র) এর মত। এ মতের উপরই ফতোয়া হয়েছে। (গায়াতুল-আওতার)। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে সর্বপ্রথম পরপর দুইমাস যে নিয়মে হায়েয আসে, সে নিয়ম অনুযায়ী অপবিত্র দিনগুলোকে হায়েযের নিয়মিত মুদ্দত হিসাবে গণ্য করা হবে। (দুরুসে তিরমীযি)।

হায়েযের রক্ত হবার শর্ত ঃ

১। সাদা রং ব্যতীত অন্য যে কোন রং হবে, যেমন— লাল, কালো, ধুসর, মেটে, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি। কোন মেয়ের জরায়ু দিয়ে নিরেট সাদা কোন পদার্থ বা তরল সাদা পানি বের হলে তা হায়েয হবে না।

২। গর্ভবতী মহিলার রক্তস্রাবকে হায়েয বলা যাবে না।

৩। দুই হায়েযের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ দিন পাক থাকতে হবে, এর কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব আসলে তা হায়েয হবে না, বরং ইস্তেহাযা বা রোগজনিত রক্ত বলে গণ্য হবে। (শামী)।

তুহুরের অর্থ ঃ

তুহুর শব্দের অর্থ– পবিত্রতা। দুই হায়েযের মধ্যবর্তী পাক থাকার সময়কে তুহুর বলা হয়। তুহুরের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো ১৫দিন।

তুহুরের সীমা ঃ

তুহুরের সীমা কমপক্ষে ১৫ দিন। উর্ধের কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট নেই। কোন কারণবশতঃ যদি কোন মহিলার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় হায়েয না আসা পর্যন্ত সে পাক থাকবে। অর্থাৎ হায়েয যদি কয়েক মাস বা কয়েক বছর অথবা সারাজীবনেও না আসে,তাহলে যতদিন না আসবে ততদিনই সে পবিত্র থাকবে।

স্রাবের বিরতি কাল ঃ

রক্ত স্রাব চলতে থাকা সময়সীমার মধ্যে যদি কোন মেয়েলোকের একদিন বা তার বেশী সময় রক্ত না দেখা যায় সে অবস্থায় বিরতি কালের সময়কেও হায়েয বলে ধরে নিতে হবে।

হায়েযের সময়সীমা ঃ

হায়েযের নিম্নতম সময়সীমা কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত বা ৭২ ঘন্টা এবং সর্বোচ্চ সময়কাল দশদিন দশ রাত বা ২৪০ ঘন্টা। তিনদিন তিন রাতের কম সময়

www.bjilibrary.com

রক্ত প্রবাহিত হলে তাকে হায়েয বলা যাবে না। তেমনিভাবে দশদিন দশ রাতের বেশী রক্ত এলে তাকেও হায়েয বলা যাবে না। (শামী)।

তিন দিন তিন রাতের চেয়ে কম এবং দশদিন দশ রাতের চেয়ে বেশী রক্তস্রাব প্রবাহিত হলে তাকে ইস্তেহাযা বা রোগ জনিত রক্ত বলা হয়।

মহিলাদের রক্তের বর্ণনা ঃ

মহিলাদের জরায়ু থেকে তিন প্রকারের রক্ত প্রবাহিত হতে পারে।

১. হায়েয, ২. ইস্তিহাযা ৩. নিফাস।

১. সাবালিকা হওয়ার পর জরায়ু থেকে স্বাভাবিকভাবে যে রক্ত নির্গত হয়, তাকে হায়েয বলা হয়।

২. বিভিন্ন কারণে রোগের অনিয়মিত রক্তস্রাবকে ইস্তিহাযা বলা হয়।

৩. সন্তান জন্মের পরে যে রক্তস্রাব হয় তাকে নিফাস বলা হয়। উল্লেখিত তিন প্রকার রক্তের মাসয়ালাসমূহ পর্যায়ক্রমে সামনে আলোচনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

হায়েযের মাসয়ালার পূর্ণ বিবরণ ঃ

১। কোন মেয়েলোকের যদি জীবনের প্রথমবারে রক্ত আসা শুরু করে তাহলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তা তিন দিন তিন রাতের বেশী কি না, যদি তিন দিন তিন রাতের বেশী হয় এবং দশ দিন দশ রাত পর্যন্ত চলে, তাহলে তার দশ দিন দশ রাতকেই হায়েয বলে গণ্য করা হবে। যে সকল মেয়েলোকের জীবনের প্রথমবারে হায়েয বা নিফাস আসা শুরু হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে মুবতাদীয়াহ্ বলে।

২। যদি কোন মেয়েলোকের তিন দিন তিন রাতের চেয়ে বেশী এবং দশ দিন দশ রাতের চেয়ে কম অর্থাৎ পাঁচ, সাত, আট বা নয় দিন নয় রাত রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে তার সেই কয়দিনকেই হায়েয ধরা হবে, যে কয়দিন তার রক্ত প্রবাহিত হয়।

৩। যদি কোন মেয়েলোকের জীবনে প্রথম হায়েযের রক্ত আসা শুরু করে এবং তা বন্ধ না হয়ে দশ দিন দশ রাতের বেশী দুই চার দিন পর্যন্ত প্রবাহিত হয় তাহলে দশ দিন দশ রাতকে হায়েয ধরে বাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাযা বা রোগজনিত রক্ত ধরে নিতে হবে।

৪। তিন দিন তিন রাতের চেয়ে সামান্য কম সময়ও যদি রক্ত আসে তখন সে রক্তকে হায়েয বলে ধরা যাবে না।

www.bjilibrary.com

যেমন কোন মেয়েলোকের শুক্রবার দিন সূর্য ওঠার সময় রক্ত এলো এবং সোমবার সূর্য উদিত হওয়ার কিছু সময় পূর্বে রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেল। তিন দিন তিন রাত পুরা না হওয়ার কারণে ঐ মেয়েলোকটির রক্তকে হায়েযের রক্ত না বলে তাকে ইস্তেহাযা বা রোগজনিত রক্ত বলা হবে।

৫। যদি কোন মেয়েলোকের নিয়মিত হায়েয হওয়ার অভ্যাস থাকে আর কোন এক মাসে সেই নির্দিষ্ট অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে পূর্ণ দশ দিন দশ রাত ঋতুস্রাব হয়, তবে ঐ দশ দিন দশ রাত হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে। আর যদি ঋতুস্রাব দশ দিনের পর দুই চার মিনিট সময়ও বেশী হয় তখন ঐ নির্দিষ্ট অভ্যাসের স্রাবকে হায়েয গণ্য করে বাকী সময়কে ইস্তেহাযা ধরতে হবে।

যেমন কোন মেয়েলোকের প্রতিমাসে চারদিন নিয়মিত স্রাব হতো। কোন এক মাসে এই অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে এগারদিন রক্ত স্রাব হয় তখন পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী চার দিনকে হায়েয ধরে বাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাযা ধরতে হবে।

৬। কোন মেয়েলোকের জীবনের প্রথমে রক্ত আসা শুরু করে অনবরত কয়েকমাস বা কয়েক বছর বা সারা জীবন চলতে থাকে, তাহলে ঐ মেয়েলোকের প্রত্যেক মাসের দশ দিনকে হায়েয ধরে বাকী বিশ দিনকে এস্তেহাযা ধরতে হবে।

৭। কোন মেয়েলোকের প্রতি মাসে সাত দিন সাত রাত রক্ত স্রাব হওয়ার অভ্যাস। কোন মাসে হঠাৎ এ অভ্যাসের পরিবর্তন হয়ে যদি রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে তাকে দশদিন দশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি দশ দিন দশ রাতের সামান্য বেশী হয়, তাহলে পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী হায়েযের সময় গণনা করতে হবে। আর যদি সাত দিন সাত রাতের পর নয় দিন নয় রাত পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, তখন মনে করতে হবে, পূর্বের অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন থেকে তার হায়েযের মুদ্দত বা সময়সীমা নয় দিন নয় রাত।

৮। দুই হায়েযের মধ্যে পাক থাকার সময় হলো কম পক্ষে পনের দিন। বেশী থাকার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। কোন মহিলার যদি কয়েকমাস অথবা সারা জীবন রক্ত না আসে তাহলে সে সারা জীবনই পাক থাকবে।

৯। যদি কোন মেয়েলোকের দুই হায়েযের মধ্যে পনের দিন বিরতিকাল (পাক) না পাওয়া যায়, তার অবস্থা যদি এ রকম হয় যে, এক দুদিন রক্ত আসে আবার বার তের দিন ভাল থাকে, আবার এক দুই দিন রক্ত আসে তাহলে তার ভাল থাকার কোন অর্থ নেই। তার সকল সময়কেই এস্তেহাযা ধরতে হবে।

১০। কোন মেয়েলোকের প্রত্যেক মাসে সাত দিন হায়েয আসার অভ্যাস ছিল কিন্তু পরবর্তী মাসে একদিন দু'দিন করে রক্ত প্রবাহিত হয়ে ১২/১৪দিন পাক থেকে

www.bjilibrary.com

আবার এক দুদিন রক্ত আসা শুরু করলো। অর্থাৎ তুহুরের পনের দিন পাওয়া গেল না। তখন তাকে পুরোমাসই রক্ত জারি ছিল বলে ধরে নিতে হবে। এ অবস্থায় আগের মাসের অভ্যাসমত তার সাত দিনকেই হায়েয ধরে নিতে হবে। বাকী ২৩ দিনকে ইস্তেহাযা মনে করবে।

এমনিভাবে যদি কোন মেয়েলোকের নির্দিষ্ট অভ্যাস না থাকে এবং অনবরত রক্ত আসতে থাকে তাহলে তাকে প্রতিমাসে দশদিনকে হায়েয ধরে বাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে।

১১. কোন মেয়েলোকের গর্ভে সন্তান থাকলে তার যদি প্রতিমাসে কম বেশী এমনকি যদি তিন দিন তিন রাত ও দশ দিন দশ রাতও রক্ত প্রবাহিত হয় তবুও তা হায়েয ধরা যাবে না, বরং ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে।

১২. কোন মেয়েলোকের ৭দিন রক্ত স্রাব হওয়ার অভ্যাস, কিন্তু কোন এক মাসে ৬দিন পরে রক্ত বন্ধ হলো। সে মেয়েলোকের গোসল করে নামায পড়া ওয়াজিব। এমতাবস্থায় ৭দিন অপেক্ষা না করে স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে না, কারণ পরেও হায়েযের রক্ত আসার সম্ভাবনা আছে।

১৩. কোন মেয়েলোকের দু' একদিন রক্ত আসার পর তুহুরের সর্ব নিম্ন মেয়াদ ১৫ দিনের কম সময় পাক থেকে পুনরায় রক্ত আসা শুরু করে তাহলে তার এ পাক থাকার কোন মূল্য নেই। অবিরাম রক্ত আসছে বলে ধরে নিতে হবে এবং পূর্বে যদি কোন নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে সেই নির্দিষ্ট সময়কেই হায়েয ধরতে হবে। অভ্যাস না থাকলে প্রথম দশদিনকে হায়েয এবং বাকী সময়কে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে।

১৪. কোন মেয়েলোকের মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিন হায়েয হওয়ার অভ্যাস, কিন্তু কোন মাসে এভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন হায়েযের রক্ত এসে আবার বন্ধ হয়ে তেরদিন পাক থাকার পর আবার রক্ত আসা শুরু করে, তখন মনে করতে হবে যে বরাবরই তার রক্ত প্রবাহিত ছিল। তাই প্রথম থেকে তার অভ্যাস অনুযায়ী তিন দিন হায়েয ধরে বাকী দিনগুলো ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে।

১৫. যদি কোন মেয়েলোকের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে প্রতি মাসে রক্ত আসে অতপর কোন সময় যদি মাসের প্রথম দিন থেকে তিন দিন বা চার দিন রক্ত এসে বন্ধ হয়ে যায় তারপর পুনরায় আবার রক্ত প্রবাহিত হয়ে তেরদিন থাকে, তাহলে মনে করতে হবে, প্রথম তারিখ থেকে শেষ পর্যন্ত তার রক্ত জারী ছিল। তাই পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী তার পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন হায়েয এবং বাকী দিনগুলো ইস্তেহাযা। যদিও পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

www.bjilibrary.com

১৬. কোন মেয়েলোকের যদি নির্দিষ্ট নিয়মে হায়েয না আসে বরং কোন মাসে তিন দিন কোন মাসে চারদিন অথবা পাঁচদিন বা দশদিন রক্ত স্রাব প্রবাহিত হয়, তাহলে প্রতি মাসে তার যে কয়দিন রক্ত আসে তাকেই হায়েয ধরতে হবে। তবে কথা হলো দশ দিনের বেশী রক্ত প্রবাহিত হলে তাকে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে। এ অবস্থায় তার পূর্বের মাসের যে কয়দিন হায়েয ছিল সে কয়দিনকে হায়েয গণনা করতে হবে। (আসান ফেকাহ্)

১৭. কোন মেয়েলোকের নিয়মিত প্রতিমাসে ৬ দিন রক্তস্রাব হত, পরবর্তী একমাসে ৭দিন রক্তস্রাব হলো, এর পরবর্তী মাসে ১০দিনের অতিরিক্ত সময় রক্তস্রাব হলে তখন ঐ মেয়েলোকটির ৭দিনকে হায়েয ধরে বাকী দিন সমূহকে ইস্তেহাযা ধরে নিতে হবে।

১৮. কোন মেয়েলোকের যদি তিনদিন রক্তস্রাব হওয়ার পর পনের দিন পবিত্র থেকে আবার তিন দিন রক্ত স্রাব দেখা দেয় তাহলে প্রথম তিন দিনকেও হায়েয এবং পরবর্তী তিন দিনকেও হায়েয বলে গণ্য করতে হবে। যদিও একইমাসের মধ্যে দুইবার রক্তস্রাব দেখা দিল। কারণ পবিত্রতার শর্ত পনের দিন পাওয়া গিয়েছে। তাই পাক থাকা পনের দিনের পূর্বের ও পরের রক্তস্রাব হায়েয বলে গণ্য হবে।

১৯. কোন মেয়েলোকের পাঁচ, সাতবার নির্দিষ্ট অভ্যাস অনুযায়ী হায়েয হলো এরপর অনবরত স্রাব হতে আরম্ভ করলো, তখন তাকে পূর্বের নির্দিষ্ট অভ্যাস অনুযায়ী যে কয়দিন হায়েয হতো, সে কয়দিনকে হায়েয ধরতে হবে এবং যে কয়দিন পবিত্র থাকতো সে কয়দিন পবিত্র ধরে হিসেব করতে হবে। যেমন– ৯দিন হায়েয হওয়ার পর ২১ দিন পাক থাকতো। এরপর অনবরত স্রাব চলতে থাকলো, এমতাবস্থায় ঐ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ৯দিন হায়েয এবং বাকী ২১ দিন পাক ধরতে হবে। যতদিন এরূপ স্রাব থাকবে ততদিন ঐভাবে হায়েয ও তোহর গণনা করতে হবে।

২০. কোন মেয়েলোকের যদি জীবনে কোনদিন হায়েয না হয় তবে তাকে চিরজীবনই পাক মনে করতে হবে এবং সে অনুসারেই নামায রোযা আদায় করতে হবে।

২১. কোন মেয়েলোকের তিনদিনের কম সময় রক্তস্রাব প্রবাহিত হয়ে চিরজীবনের জন্য স্রাব বন্ধ হলে, তাকে চিরজীবনই পবিত্র মনে করতে হবে এবং যে কয়দিন রক্তস্রাব ছিল তাকে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে। কারণ তিন দিনের কম সময় হায়েয হয় না।

www.bjilibrary.com

২২. মেয়েলোকের বিশেষ অংগের ছিদ্রের বাইরে রক্ত বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত হায়েয ধরা যাবে না। যেমন কোন মেয়েলোক তার অংগের ছিদ্র তুলা দিয়ে বন্ধ করে দিল যাতে রক্ত বেরিয়ে আসতে না পারে, তখন ঐ তুলা ভিজে রক্ত বাইরের চামড়া পর্যন্ত না আসলে অথবা তুলা বের না করলে তার উপর হায়েযের হুকুম হবে না।

২৩. কোন মেয়েলোক যদি পবিত্র অবস্থায় তার বিশেষ অংগে তুলা রেখে ঘুমিয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠে তুলায় রক্তের চিহ্ন দেখতে পায়, তখন থেকেই হায়েয ধরতে হবে। কিন্তু যখন তুলা রেখে ঘুমিয়েছে তখন থেকে হায়েয ধরা যাবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
নিফাস

নিফাস কাকে বলে?

সন্তান প্রসবের পরে মেয়েলোকের জরায়ু থেকে যে রক্তস্রাব প্রবাহিত হয়, তাকে নিফাস বলে।

নিফাসের রক্তের জন্যে বিশেষ শর্ত হলো যে, বাচ্চার অর্ধেকের বেশীর ভাগ বের হয়ে আসতে হবে। অর্ধেকের কম বের হলে যদি রক্ত আসা শুরু করে, তাহলে তাকে ইস্তিহাযার (রোগজনিত) রক্ত বলা হবে এবং এ অবস্থায় নামায আদায় করা ফরয।

নিফাসের রক্ত ঃ

নিফাসের সময়সীমার মধ্যে সাদা রঙ ব্যতীত যে কোন রঙ এর রক্ত আসলে তা নিফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে

নিফাসের সময়সীমা ঃ

নিফাসের সর্বোচ্চ সময় চল্লিশ দিন। সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। তা কিছুদিন অথবা কয়েক ঘন্টা বা এক মুহূর্তও হতে পারে।

কোন মহিলার যদি সন্তান প্রসবের পর তার কোন রক্ত বের না হয় অথবা সামান্য বের হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় তবে তখনই তার নিফাসের সীমা শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন পবিত্রতার গোসল করে শরীয়তের সকল বিধি-বিধান মেনে চলবে।

www.bjilibrary.com

নিফাসের বিবরণ ঃ

১. যদি কোন মহিলার সন্তান সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে বের করে আর জরায়ু থেকে কোন রক্ত বের না হয় তাহলে ঐ মহিলার উপর নিফাসের কোন বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে তার গোছল করতে হবে।

অপর এক বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, কোন মেয়েলোকের সন্তান প্রসবের পর যদি একেবারেই স্রাব না হয়, তখন তার প্রতি নিফাসের হুকুম হবে এবং তার প্রতি গোসল করা ফরয হবে।

২. যদি কোন মেয়েলোকের সন্তান প্রসব হওয়ার মধ্যে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবার উপক্রম হয়, আর সন্তানের শরীর মাতৃ গর্ভ হতে অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে বেশী বের হয়, তবে প্রসূতির প্রতি নিফাসের হুকুম হবে এবং ঐ ওয়াক্তের নামায মাফ হবে। আর যদি সন্তান অর্ধেকের কম বের হয়, তখন তার প্রতি নিফাসের হুকুম হবে না। এমতাবস্থায় ঐ ওয়াক্তের নামায পড়া ফরয। তখন সন্তানকে নিরাপদে রেখে নামায পড়া ফরয। একান্ত ইশারায় নামায পড়তে অক্ষম হলে পরে কাযা করতে হবে।

৩. নিফাসের পর হায়েয শুরু হওয়ার শর্ত হলো মধ্যবর্তী পাক থাকার সময়-কাল কমপক্ষে পনের দিন।

পনের দিনের পূর্বে রক্ত দেখা দিলে মনে করতে হবে তখনও হায়েয আসেনি। এ রক্ত ইস্তেহাযা বা রোগজনিত।

৪. কোন মহিলার যদি গর্ভপাত হয় আর তাতে যদি সন্তানের অংগ গঠন হয়ে মানবাকৃতি দেখা যায়, এ গর্ভপাতের পরে বের হয়ে আসা রক্তকে নিফাসের রক্ত বলে গণ্য করা হবে।

৫. গর্ভপাত হওয়ার পরে ঐ বেরিয়ে আসা জিনিসটি মানবাকৃতি না হয়ে শুধু রক্ত পিন্ড অথবা মাংস পিন্ড হয় তাহলে এ গর্ভপাতের পরে বের হয়ে আসা রক্তকে নিফাস বলা যাবে না।

৬. গর্ভপাত যদি নিয়মিত হায়েযের নির্দিষ্ট সময় হয়ে থাকে যে গর্ভপাতে রক্ত বা মাংসের পিন্ড রেব হয়েছে। তখন তাকে হায়েযের রক্ত হিসেবে ধরে নিবে।

এ গর্ভপাত যদি হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে না হয় তবে তাকে রোগজনিত বা ইস্তেহাযা মনে করতে হবে।

৭. কোন মহিলার প্রথম বারে সন্তান হওয়ার পর যদি চল্লিশ দিন রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে এ চল্লিশ দিনকেই নিফাস ধরতে হবে। যদি চল্লিশ দিনের বেশী রক্ত

www.bjilibrary.com

প্রবাহিত হয়, তবুও চল্লিশ দিনকেই নিফাস ধরে নিতে হবে। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেই শরীয়তের সকল বিধান পালন করতে হবে।

৮. কোন মহিলার যদি তৃতীয় বাচ্চা প্রসব করে আর পূর্বের নিফাসের নির্দিষ্ট দিন জানা থাকে তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।

যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় বাচ্চার সময় তার পঁচিশ দিন নিফাসের রক্ত প্রবাহিত হত। তৃতীয় বাচ্চার সময়ও যদি পঁচিশ দিনে রক্ত আসা বন্ধ হয় তাহলে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে না। বরং রক্ত আসা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে সে গোসল করে নামায রোযা সব কিছুই করতে পারবে।

৯. কোন মেয়েলোকের পঁচিশ দিন পর্যন্ত নিফাস আসার অভ্যাস ছিল, কোন একবার দেখা গেল বাচ্চা প্রসবের পঁচিশ দিন পরে রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না, তখন তাকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

যদি চল্লিশ দিন অথবা তার পূর্বে যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যে তারিখে বন্ধ হলো সে তারিখ পর্যন্ত নিফাস ধরতে হবে এবং মনে করতে হবে পূর্বের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে।

১০. কোন মেয়েলোকের পঁচিশ দিন নেফাস আসার অভ্যাস, কোন এক সন্তান প্রসবের পর যদি চল্লিশ দিনের পরেও কিছু সময়ের জন্য অথবা দুই একদিনের বেশী সময় রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে তাকে পূর্বের অভ্যাসের পঁচিশ দিনকে নিফাস ধরে বাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে। পঁচিশ দিনের পর যে কয়দিন নামায বাদ পড়েছে সেই কয়দিনের নামায কাযা করতে হবে।

১১. যদি কোন মেয়েলোকের পূর্বের নিয়ম পরিবর্তন হয়, তার পূর্বে বা পরে ৪০ দিনের মধ্যে পাক হয় তা হলে, স্রাব বন্ধ হওয়া মাত্র পবিত্র হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

যেমন কোন মেয়ে লোকের পঁচিশ দিন নিফাস প্রবাহিত হওয়া অভ্যাস। কোন এক মাসে তার ২০দিনে স্রাব বন্ধ হল, তখন তাকে ২০ দিন নিফাস ধরতে হবে এবং কোন মাসে যদি ৩০ দিন স্রাব হয় তখন তাকে ৩০ দিনই নিফাস ধরতে হবে। কারণ উভয় অবস্থায় মনে করতে হবে তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে।

১২. কোন মেয়েলোকের জময সন্তান প্রসব হলে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর নিফাস শুরু হবে। প্রথম ও পরবর্তী সন্তান প্রসবের মধ্যখানে যদি কিছু সময়

www.bjilibrary.com

পার্থক্য থাকে তবে প্রথম সন্তান প্রসবের পর থেকেই নিফাসের মুদ্দত গণনা করতে হবে। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরই নিফাস ধরার কারণ হলো তখন জরায়ুর মুখ খুলে যায় এবং নিফাসের রক্ত বের হওয়া শুরু করে।

১৩. এক সন্তান হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান হলে, তা এক গর্ভ ধরা হবে। ছয় মাসের বেশী সময় হলে এক গর্ভ ধরা যাবে না।

১৪. নিফাসের বিরতিকাল ঃ নিফাস চলাকালীন সময় দুই একদিন রক্ত দেখার পর যদি মধ্যখানে কিছু সময় রক্ত আসা বন্ধ হয়ে আবার রক্ত আসা শুরু করে তখন মধ্যখানের রক্ত না আসার সময়কেও নিফাসের মধ্যে গণ্য করতে হবে।

হায়েয-নিফাসওয়ালী নারীদের শরয়ী আহ্কাম ঃ

নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো হায়েয-নিফাসওয়ালী নারীদের করা হারাম। যা কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত।

১. নামায পড়া, চাই ফরয, নফল যাই হোক না কেন।

২. রোযা রাখা, চাই ফরয, নফল, সুন্নত, মান্নত যাই হোক না কেন।

৩. মসজিদে যাওয়া, যে কোন প্রয়োজনেই হোক না কেন।

৪. কাবা শরীফ তাওয়াফ করা, হজ্জ বা ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যেই হোক না কেন।

৫. কুরআন তেলাওয়াত করা।

৬. সিজদাহ্ দেয়া, চাই তেলাওয়াতের সিজদাহ্ অথবা শোকরানার সিজদাহ্ যাই হোক না কেন।

৭. স্বামীর সাথে সহবাস করা।

৮. ইতিকাফ করা।

এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে পেশ করা গেল।

হায়েয-নিফাস অবস্থায় নামাযের হুকুম ঃ

মেয়েলোকের হায়েয-নিফাসের সময় নামায পড়া হারাম । পাক হলে এ নামায কাযা করতে হবে না।

নামায কাযা না করার দুটি কারণ তরিকুল ইসলাম কিতাবে হাশিয়ায়ে ইমাম তাহ্তাবীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কারণ দুটি পেশ করা হলো ঃ

www.bjilibrary.com

প্রথম কারণ ঃ সর্ব প্রথম হযরত হাওয়া (আ) নামাযরত অবস্থায় ঋতুবতী হন। তখন হযরত আদম (আ) এর নিকট নামাযের মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এমতাবস্থায় নামায আদায় করবেন কি, করবেন না? হযরত আদম ওহির মাধ্যমে (আ) আল্লাহর নিকট থেকে অবগত হলেন, হায়েযরত অবস্থায় নামায পড়তে হবে না, নামায মাফ করা হয়েছে। অতপর একদা হযরত হাওয়া (আ) ঋতুবতী হন, তখন রোযার হুকুম সম্পর্কে হযরত আদম (আ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। আদম (আ) আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে হযরত হাওয়াকে (আ) রোযা না রাখার নির্দেশ দিলেন। অতপর যখন হযরত হাওয়া (আ) হায়েয থেকে পবিত্র হলেন তখন আল্লাহ্ পাক তাকে রোযা কাযা করার নির্দেশ দিলেন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে অসাধ্য সাধন করতে আদেশ করেননি। তিনি স্ত্রীলোকদের হায়েয নিফাস অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করতে বলেননি বরং মাফ করে দিয়েছেন। কারণ হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত দশ দিন দশ রাত। যদি কোন মহিলার দশ দিন দশ রাত হায়েয থাকে তাহলে প্রতিমাসে ঐ মহিলার (১০ × ৫=৫০) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কাযা করতে হবে। এ হিসেবে বার মাসে তাকে (১২ × ৫০ = ৬০০) ছয়শত ওয়াক্ত নামায কাযা করতে হবে।

এমনিভাবে নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত চল্লিশ দিন। যদি কোন স্ত্রীলোকের চল্লিশ দিন নিফাস থাকে তাহলে এ চল্লিশ দিনের জন্য তাকে (৫ × ৪০ = ২০০) দুইশত ওয়াক্ত নামায কাযা করতে হবে। এভাবে কাযা আদায় করা অতিশয় কঠিন কাজ। আল্লামা নববী (র) বলেন– وَالْحَرَجُ مَدْفُوْعٌ شَرْعًا -অর্থাৎ যা করা কষ্টকর তা শরীয়তে পরিত্যক্ত। অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের বিধান সহজ, যা সকলে করতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা স্ত্রীলোকদের উপর দয়া পরবশ হয়ে হায়েয নিফাস অবস্থায় নামায মাফ করে দিয়েছেন।

কুরআনে পাকে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন—

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ (البقرة)

আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।

রাসূলে করীম (স) এর হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হায়েয-নিফাস অবস্থায় নামায পড়া হারাম।

www.bjilibrary.com

হাদীস—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صلعم اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى۔

(البخارى)

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী (স) বলেন, ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দিবে এবং ঋতু চলে গেলে শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং নামায পড়বে।

ঋতুবতী নারীর নামায কাযা করতে হবে না। নবী করীম (স) বলেছেন ঋতুবতী নারী নামায ছেড়ে দিবে।

حَدِيْثٌ:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اِمْرَاَةً قَالَتْ لَهَا اَتَجْزِىْ اِحْدَانَا صَلَوَاتَهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ اَحَرُورِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِىِّ صلعم فَلَا يَأْمُرُوْنَ بِهٖ اَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهٗ ۔ (بُخارى)

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন স্ত্রীলোক তাঁকে বললেন, আমাদের কেউ পাক হওয়ার পর ঋতুকালীন নামায কাযা আদায় করবে কি? হযরত আয়েশা (রা) জবাবে বল্‌লেন, তুমি কি হারুরার অধিবাসিনী? আমরা রাসূলে করীম (সা) এর সাথে থাকাকালে ঋতুবতী হতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে ঋতুকালীন নামায কাযা করার হুকুম দিতেন না। অথবা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তা কাযা করতাম না।

(হারুরা কুফার নিকট একটি স্থান। খারেজীরা এখানে প্রথম সমবেত হয় তাই তাদেরকে হারুরী এবং স্ত্রীলিংগে হারুরীয়া বলা হয়ে থাকে। খারেজীরা ঋতুকালীন নামায কাযা করার পক্ষপাতী। এজন্যই হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে হারুরীয়া বলেছেন।)

নামাযের মাসয়ালা ঃ

- হায়েয-নিফাস অবস্থায় নামায পড়া হারাম।
- নামায অবস্থায় মাসিক শুরু হলে নামায অব্যাহত রাখা হারাম।

www.bjilibrary.com

১. কোন মেয়েলোকের নামায পড়ার মধ্যেই যদি হায়েযের অথবা নিফাসের রক্ত আসা শুরু করে তবে রক্ত আসার সাথে সাথেই নামায ছেড়ে দিবে। ফরয নামায হলে মাফ হয়ে যাবে, পাক হওয়ার পর এই ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা করতে হবে না।

২. সুন্নত অথবা নফল নামাযরত অবস্থায় রক্তস্রাব আসা শুরু হলে পাক হওয়ার পরে সে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। কারণ নফল ও সুন্নতের নিয়ত শুদ্ধ হলে তা আদায় করা ওয়াজিব।

৩. কোন মেয়েলোকের ৭দিন রক্ত আসার অভ্যাস ছিল, কিন্তু দেখা গেল ৫ দিন পরে রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে, তখন রক্ত বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে মুস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে গোসল করে নামায আদায় করা ফরয। ৭দিন পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করবে না।

৪. কোন মেয়েলোকের ৫দিনে রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার অভ্যাস, কোন এক মাসে তার রক্তস্রাব ৫দিনে বন্ধ হলো না এমতাবস্থায় ঐ মেয়েলোকটি নামায পড়বে না, সে অপেক্ষা করে দেখবে কতদিন রক্ত জারী থাকে। যদি ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার পরে অথবা ১০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে সে সময়কেই হায়েয বলে ধরে নিতে হবে।

(অর্থাৎ ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর যদি রক্ত স্রাব বন্ধ হয় তাহলে ১০ দিনকেই হায়েয ধরতে হবে এবং ১০ দিন পর গোসল করে পাক হয়ে নামায পড়তে হবে।)

আর যদি ১০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে যখনই রক্ত আসা বন্ধ হবে, তখনই গোসল করে নামায পড়া ওয়াজিব। চাই রক্ত স্রাব ৬দিনে, ৭দিনে অথবা ৮ দিনে বন্ধ হোক না কেন।

✪ স্ত্রীলোকের হায়েয-নিফাসের অবস্থায় প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অযু করে তাসবীহ্ তাহলীল পাঠ করা মোস্তাহাব।

৫. কোন মেয়েলোকের অভ্যাস অনুযায়ী হায়েয বা নিফাসের রক্ত বন্ধ হল, সে পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী গোসল করে নামায পড়া শুরু করলো। দু একদিন পর আবার রক্ত আসা শুরু করলো। এমন অবস্থায় নামায ত্যাগ করতে হবে। যেমন– কোন মহিলার ৫ দিন রক্ত আসার অভ্যাস। ৫দিন পরে সে পাক হয়ে নামায শরু করে দিল। কিন্তু দুদিন পাক থাকার পর আবার রক্তস্রাব শুরু হলো, এ অবস্থায় সে নামায ছেড়ে দিবে এবং দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখতে হবে, যদি ১০দিনের আগেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে যখন রক্ত বন্ধ হবে তখন গোসল করে নামায পড়া শুরু করবে। আর যদি দশ দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হতে থাকে তাহলে দশ দিন পরে

www.bjilibrary.com

গোসল করে নামায পড়তে হবে। যদি দশদিনের বেশী স্রাব হতে থাকে তাহলেও দশদিন পরেই নামায পড়তে হবে এবং পূর্বের অভ্যাসের দিনগুলোকে হায়েয ধরে বাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাযা ধরে সে দিনগুলোর নামায কাযা আদায় করতে হবে। যেহেতু হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত হলো দশ দিন, দশ দিনের পরে যে রক্তস্রাব হয় তাকে ইস্তেহাযা বলা হয়। এ মহিলার যদি দশ দিন রক্তস্রাব থাকে, তাহলে বুঝা যেত যে, তার অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দশ দিনের বেশী হওয়ায় বুঝা গেল অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেনি বরং রোগের কারণে বেশীদিন রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।

৬. মাসিক শেষ না হতেই নামায আরম্ভ করা কিংবা নামায পড়াকালে মাসিক শুরু হলে নামায পড়া অব্যাহত রাখা হারাম। সে সময় রক্তের পরিমাণ যতই কম হোক না কেন। তেমনিভাবে নিফাসের সময়ও নামায পড়া হারাম।

৭. যদি কোন মহিলার ২০দিন নিফাসের রক্ত স্রাব হওয়ার পর স্রাব বন্ধ হলে গোসল করে পাক হয়ে নামায শুরু করে, তিন দিন পাক থাকার পরে আবার রক্তস্রাব শুরু হয় এমতাবস্থায় তাকে নামায ছেড়ে দিতে হবে এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি চল্লিশ দিনের আগেই পুরো ভাল হয়ে যায়, তাহলে যখন ভাল হবে তখন থেকেই নামায পড়বে। আর যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হয়, তবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পাক হয়ে নামায পড়বে। চল্লিশ দিনের বেশী যে কয়দিন রক্তস্রাব হবে সেই দিনগুলোকে ইস্তেহাযা বলা হবে।

৮. কোন মেয়েলোকের এমন অবস্থা হয় যে, নামাযের শেষ ওয়াক্তে হায়েয শুরু হলো (অথচ ইতিপূর্বে ওয়াক্ত হওয়ার কারণে সে নামায আদায় করার যোগ্য ছিল) এখন তার উপর ঐ ওয়াক্ত নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। তার নামায মাফ হয়ে যাবে। কারণ শেষ ওয়াক্তে আদায় করলেও তার নামায আদায় হতো। এখন সে হায়েযের কারণে নামায পড়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। কাজেই সে ওয়াক্ত নামায তার কাযা করতে হবে না।

৯. যে মেয়েলোকের নির্দিষ্ট অভ্যাসের পূর্বে হায়েয বন্ধ হয় তার নামাযের মোস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে গোসল করা ওয়াজিব। বিলম্ব করার পরে যদি রক্তস্রাব না আসে তাহলে তাকে গোসল করে ঐ ওয়াক্তের নামায আদায় করতে হবে, যে ওয়াক্তে সে পবিত্রতা লাভ করলো।

১০. যদি কোন স্ত্রীলোকের ১দিন বা ২দিন রক্তস্রাব আসার পর তা বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৫ দিনের পূর্বে আবার রক্তস্রাব দেখা দেয়, তখন নিয়মিত হায়েয ওয়ালী

www.bjilibrary.com

মহিলাগণ নিজ নিজ অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনগুলোকে হায়েযরূপে গণ্য করবে, অন্য দিনসমূহকে ইস্তেহাযা ধরে নামায রোযা আদায় করবে।

১১. আর যদি ১দিন অথবা ২দিন রক্তস্রাব দেখার পরে ১৫দিন পাক থাকে, তাহলে পূর্বের রক্ত আসা দিনকে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে এবং ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করতে হবে।

১২. কোন মেয়েলোকের পূর্ণ দশদিনের পূর্বে হায়েয বন্ধ হয়, সে যদি তাড়াতাড়ি গোসল করে নামাযের শেষ সময় শুধু "আল্লাহু আকবর" বলতে পারে তবে তার উপর ঐ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয। আর যদি "আল্লাহু আকবর " বলার সময়ও না পায়, তাহলে ঐ ওয়াক্ত নামায তার প্রতি ফরয নয়। আর যদি পূর্ণ দশ দিনে পাক হয়ে থাকে এবং গোসল না করে শুধু "আল্লাহু আকবর" বলতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় পাওয়া গেলেও তার প্রতি ঐ ওয়াক্তের নামায ফরয হবে। সে গোসল করে যথা সময়ে ঐ নামায কাযা আদায় করবে।

১৩. কোন মেয়েলোকের প্রথম দিকে দুই-তিনবার নিয়মিত ঋতুস্রাব হত, এরপর বিরামহীনভাবে ঋতুস্রাব হওয়া শুরু করে এবং পূর্বের নিয়ম ভুলে যায় তখন সে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখবে কতদিন তার হায়েয-নিফাসের মুদ্দত ছিল। চিন্তা ভাবনার ফলে যে কয়দিনের ব্যাপারে মনের প্রবল ধারণা হয় সে অনুযায়ী হায়েযের এবং পবিত্রতার দিন ঠিক করবে। আর যদি সে মেয়েলোকের দিন মনে থাকে কিন্তু তারিখ ভুলে যায় তাহলে এরূপ অবস্থায়ও দৃঢ় বিশ্বাস যেদিকে ধাবিত হয় সেমত তারিখ ধরে হায়েয ও পবিত্রতার দিন নির্ণয় করবে। আর যদি কোন মেয়েলোকের দিন, তারিখ কিছুই মনে না থাকে অর্থাৎ কোন তারিখ হতে কতদিন পর্যন্ত হায়েয ছিল তা স্থির করতে সক্ষম না হয় তবে এমতাবস্থায় দুই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

প্রথম পদ্ধতি ঃ ঐ মেয়েলোকটির চিন্তা করে দেখতে হবে যে, সে এখন হায়েয অবস্থায় না পবিত্র অবস্থায়। যদি এরূপ চিন্তা-ভাবনা করেও অনুমান দ্বারা কোন কিছু স্থির করতে না পারে তবে নামাযের ওয়াক্তে অযু করে ফরয ওয়াজিব ও সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামায আদায় করবে এবং নামাযের ফরয (কমপক্ষে ছোট ৩ আয়াত) পরিমাণ কিরাত পড়বে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ ঐ মেয়েলোকটির চিন্তা-ভাবনার পরেও যদি স্থির করতে না পারে যে, এখন হায়েযের শেষ অবস্থা না পবিত্রতার শেষ অবস্থা তাহলে সে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করে সংক্ষেপে ফরয পরিমাণ কেরাত পাঠ করে নামায আদায় করবে। স্বামী সহবাস করতে পারবে না।

www.bjilibrary.com

রোযার হুকুম ঃ

মহিলাদের হায়েয নিফাসের সময় রোযার নিয়ত করা অথবা রোযা রাখা হারাম চাই তা ফরয হোক বা নফল হোক।

হায়েয এবং নিফাসের সময় যে সকল রোযা কাযা হবে, তা হায়েয ও নিফাস থেকে পাক হওয়ার পর পূর্ণ করা ফরয।

এ সম্পর্কে কালামে পাকে সূরা আল-বাক্বারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদঃ রমজান মাস, এ মাসেই কোরআন মজীদ নাযিল হয়েছে : তা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। কাজেই আজ হতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে এই পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে অথবা ভ্রমণে লিপ্ত থাকে তবে সে অন্যান্য দিনে এই রোযার সংখ্যা পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের কাজকে সহজ করে দিতে চান। কোন রূপ কঠোরতা আরোপ বা কঠিন কাজের ভার দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তোমাদেরকে এই পন্থা বলা হচ্ছে এ জন্য যে, তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন, সেজন্য যেন তোমরা খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের স্বীকৃতি প্রদান করতে পার এবং খোদার কৃতজ্ঞ হতে পার। (সূরা আল-বাক্বারা)

মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। তিনি হায়েয ও নিফাস চলাকালে মহিলাদের জন্য রোযা রাখা হারাম ঘোষণা করেছেন। যেহেতু হায়েয ও নিফাস চলাকালে মহিলারা অপবিত্র থাকে।

www.bjilibrary.com

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে— হায়েয অবস্থার রোযা কাযা করতে হবে।

حَدِيْثٌ:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ وَلٰكِنِّى اَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيْبُنَا ذَالِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَانُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ - مسلم۔

অনুবাদ ঃ হযরত মুয়াযা (রা) বলেন, আমি আয়শা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম কি কারণে ঋতুবতীর নামায কাযা করতে হয় না, অথচ (কি কারণে) ঋতুবতীর রোযা কাযা করতে হয়। হযরত আয়েশা ((রা) বললেন, তুমি খারেজী নও তো? আমি বললাম না। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, কারণ কিছু নয়, একথা স্পষ্ট যে, আমাদেরকে ঋতুকালীন রোযার কাযা করার হুকুম দেয়া হয়েছে আর নামায কাযা করার হুকুম দেয়া হয়নি। (মুসলিম শরীফ)

এ হাদীসে খারেজীদের প্রতি ইংগিত করার কারণ হল খারেজীগণ ঋতুকালীন সময়ে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার পক্ষপাতী।

حَدِيْثٌ:

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىُّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص فِى اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّى اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلَ النَّارِ فَقُلْنَ بِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَارَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَّدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْءَةِ مِثْلَ نِصْفَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلٰى قَالَ فَذَالِكَ مِنْ نُقْصَانِ

عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَالِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا ـ (البخارى)

আবু ছাঈদ খুদরী ((রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদুল আজহা কিংবা ঈদুল ফিতরের সময় ঘর থেকে ঈদগাহের দিকে বের হয়ে আসলেন। তিনি মেয়েদের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তখন বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা বেশী করে দান করতে থাক কেননা তোমাদের বেশী সংখ্যককে দোযখে দেখানো হয়েছে। তারা বললো কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা বেশী অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি তোমাদের চেয়ে আর কাউকেও জ্ঞান বুদ্ধি ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ক দেখিনা কিন্তু এতদসত্বেও তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধি হরণ করে থাক। তারা প্রশ্ন করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জ্ঞান ও দ্বীনদারীর মধ্যে কি অপরিপক্কতা রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য (শরীয়তের দৃষ্টিতে) পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয় কি? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এটাই তোমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতার নির্দশন। আর ঋতুবতী হলে তোমাদের কেউ নামায পড়তে পারে না ও রোযা রাখতে পারে না। তাই না? তারা বলল ঃ হ্যাঁ এ কথা ঠিক। তিনি বলেন এটাই তোমাদের দ্বীনদারীর অপরিপক্কতার নিদর্শন। (বোখারী)

এ দীর্ঘ হাদীসের এক অংশে ঋতুকালীন সময় মহিলাদের নামায পড়া যায় না প্রমাণিত হল।

রোযা সর্ম্পকিত মাসয়ালা সমূহ ঃ

১. হায়েয-নিফাস চলাকালীন অবস্থায় মেয়েলোকের রোযা রাখা হারাম। পবিত্র হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোযাসমূহের কাযা আদায় করা ফরয।

২. রমযান মাসের দিনের বেলা কোন মহিলা যদি পবিত্রতা লাভ করে তার জন্য দিনের বাকী সময়টুকু পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। মনে করুন রমযান মাসে কোন একদিন দুপুরের সময় কোন মহিলা হায়েয-নিফাস থেকে পবিত্রতা লাভ করল, তখন থেকে ইফতার পর্যন্ত রমযানের সম্মানার্থে না খেয়ে থাকা তার উপর ওয়াজিব। যদিও সে দিনের বাকী সময় রোযাদার ব্যক্তির মত কাটালো তবুও ঐ দিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে।

www.bjilibrary.com

৩. যদি কোন মেয়েলোকের রোযা অবস্থায় হায়েয অথবা নিফাস আরম্ভ হয় তখনই সে রোযা ছেড়ে দিবে। চাই সে রোযা ফরয হোক অথবা নফল হোক। পবিত্রতা লাভের পর সে রোযার কাযা আদায় করবে। যদিও দিনের শেষ মুহূর্তে ইফতার করার দু'চার মিনিট পূর্বে হোক না কেন।

৪. কোন মেয়েলোক যদি নফল রোযা রাখা শুরু করে আর এমতাবস্থায় হায়েয-নিফাসের রক্ত আসে তখনই তাকে রোযা ছেড়ে দিতে হবে। যখন সে পবিত্র হবে তখন তাকে ছেড়ে দেয়া নফল রোযার কাযা আদায় করে নিতে হবে। কারণ তার পবিত্র অবস্থায় নফল রোযার নিয়ত করা শুদ্ধ হয়েছে। কোন কারণ বশতঃ তখন আদায় করতে না পারায় তার উপর সে দায়িত্ব থেকেই গেল। আবার যখন পবিত্র হল তখন তাঁর উপর সে দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব।

৫. কোন মেয়েলোকের যদি অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় হায়েয বা নিফাস বন্ধ হয় আর তখন যদি রাত্রের সামান্য সময় বাকী থাকে তা হলে পরের দিনের রোযা রাখা তার উপর ফরয।

৬. কোন মেয়েলোকের যদি নির্দিষ্ট অভ্যাসের পূর্বে হায়েয অথবা নিফাসের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায় তখনই তাকে গোসল করে রোযা রাখতে হবে। যদি গোসল করার পরে কোন রকম সামান্য সময়ও রাত্রের বাকী না থাকে যাতে সে রোযা রাখতে পারে তা হলে, সে ঐ দিনের রোযা রাখবে না। পরে ঐ দিনের রোযা কাযা করবে।

৭. এমনিভাবে যদি কোন মেয়েলোকের নির্দিষ্ট অভ্যাসের এক দিন পূর্বে হায়েয-নিফাসের রক্ত আসা বন্ধ হয়, তা হলে যে দিন বন্ধ হবে সে দিন থেকে রোযা রাখতে হবে, যেমন কারো প্রতি মাসে ৬ দিন ঋতুস্রাব আসার অভ্যাস। কোন এক মাসে ৫ দিন ঋতুস্রাব হলে, তাকে ঐ পাঁচ দিনের পরেই গোসল করে রোযা রাখতে হবে। তাকে সাত দিনের অপেক্ষা করতে হবে না।

৮. যদি কোন মেয়েলোকের তিন দিনের কম সময় স্রাব বন্ধ হয় এবং পনের দিন পাক না থাকে বরং ১২ বা ১৩ দিন পরে রক্তস্রাব আসে তাহলে, সে মেয়েলোকের (তার) নির্দিষ্ট নিয়মের দিন সমূহকে হায়েয ধরতে হবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে রোযা রাখলে তাকে সে সময়ের রাখা রোযা সমূহের কাযা আদায় করতে হবে।

পনের দিন পাক থাকলে তিন দিনের পূর্বে আসা যে রক্ত স্রাব প্রবাহিত হয়ে বন্ধ হয়েছে তা ইস্তেহাযার স্রাব বলে গণ্য করা হত। এখন বুঝা গেল তার নির্দিষ্ট

www.bjilibrary.com

অভ্যাসের দিনগুলোতে আসা রক্ত হায়েযের, বাকী দিনসমূহের আসা রক্ত ইস্তেহাযার।

৯. কোন মেয়েলোকের যদি নিয়মিত তিনদিন করে ঋতুস্রাব আসার অভ্যাস থাকে, কোন এক মাসে এ নিয়ম পরিবর্তন হয়ে সাতদিন পর্যন্ত গিয়ে ঋতুস্রাব শেষ হয়, তা হলে তাকে সাত দিন হায়েয বলে গণ্য করতে হবে এবং তার মনে করতে হবে পূর্বের নির্ধারিত নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে। এ অতিরিক্ত রক্ত স্রাব আসার কারণে তাকে অপেক্ষা করতে হবে, এ সময় কোন রোযা রাখতে পারবে না। পাক হওয়ার পরে তাকে ছুটে যাওয়া রোযাসমূহের কাযা করতে হবে।

যদি তিন দিনের পরে দশ দিনের বেশী সময় স্রাব প্রবাহিত হয় তা হলে তিন দিনের পরের সকল দিনকেই ইস্তেহাযা বলে গণ্য করতে হবে এবং তিন দিনের পরের ছুটে যাওয়া রোযাসমূহের কাযা আদায় করতে হবে।

১০. রমযান মাসে সুবহে সাদিকের পর কোন মহিলার হায়েযের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায় যে সে এ সময়ের মধ্যে কোন কিছু পানাহার করেনি, তবে এমতাবস্থায় শুধু নিয়ত করে ঐ দিনের রোযা রাখলে তা শুদ্ধ হবে না, বরং পরবর্তীতে তার এ রোযা কাযা আদায় করতে হবে। কারণ হল সে ঐ দিনের শুরুতে অপবিত্র ছিল। আর অপবিত্র ঋতুস্রাবীর উপর রোযা ফরয নয়। কিন্তু রমযানের সম্মানার্থে তাকে দিনের বেলা রোযাদারের মত না খেয়ে কাটাতে হবে।

রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন দিন রোযা রাখা অবস্থায় কোন মহিলার হায়েয-নিফাস শুরু হয়, চাই তা মান্নতের রোযা হোক, কাফফারার রোযা হোক, রমযানের কাযা রোযা হোক কিংবা নফল রোযা হোক তবে দিনের বাকী অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না।

১১. কোন মহিলার প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তারিখে মাসিক আরম্ভ হওয়ার অভ্যাস থাকে সে মহিলা পূর্বের দিন তার নির্দিষ্ট অভ্যাস অনুযায়ী একথা ধরে নেন যে, আগামীকাল আমার মাসিক শুরু হবে। অতএব আমি রোযা থাকব না এবং পরের দিন সে রোযা থাকল না, তখন তার উপর রোযার কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে। কারণ এ ব্যাপারটি তার ইচ্ছাধীন নয়। যদিও ঐ দিন তার হায়েয আসা শুরু করে তবুও তার কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে।

১২. যদি কোন মেয়েলোকের রমযান মাসের সোবহে সাদেকের সামান্য সময় পূর্বে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়, তখন দেখতে হবে তার কত দিনে হায়েয অথবা নেফাস

বন্ধ হয়েছে। যদি পূর্ণ দশ দিনে হায়েয এবং পূর্ণ চল্লিশ দিনে নেফাস বন্ধ হয়, আর সোবহে সাদেকের পূর্বে আল্লাহু আকবার বলার মত সময় পায় তা হলে ঐ হায়েয অথবা নেফাস ওয়ালী মহিলার ঐ দিনের রোযা রাখা ফরয।

১৩. কোন মেয়েলোকের যদি পূর্ণ দশ দিনের পূর্বে হায়েয এবং পূর্ণ চল্লিশ দিনের পূর্বে নিফাসের রক্ত প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়, তখন দেখতে হবে যে, সোবহে সাদেকের পূর্বে তার গোসল করার মত সময় আছে কি না? যদি গোসল করার মত সময় থাকে তা হলে তাকে ঐ দিনের রোযা রাখার নিয়ত করতে হবে, তার উপর ঐ দিনের রোযা রাখা ফরয। যদি গোসল করার মত সময় না থাকে এমতাবস্থায় সে দিনের রোযা রাখা তার উপর ফরয নয়। ঐ দিনের রোযা পরে কাযা আদায় করবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে গোসল করার অর্থ এ নয় যে, তাকে তখন গোসল করতেই হবে বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এতটুকু সময় পাওয়া যার মধ্যে গোসল করা যায়। পরে গোসল করলেও কোন অসুবিধা নেই।

১৪. কোন মেয়েলোক যদি জীবনের প্রথম দিকে দুই-তিনবার ঋতুস্রাব নিয়মিত হওয়ার পর অনবরত স্রাব হতে থাকে এবং পূর্বের নিয়মের দিন ও তারিখ উভয় ভুলে যায়। তখন দেখতে হবে ঐ মেয়েলোকটির স্রাব কখন শুরু হত। যদি স্মরণ থাকে যে তার স্রাব রাতে আরম্ভ হত, তখন তাকে সমস্ত রমযান মাসের রোযা রাখার পর আরও বিশ দিনের রোযা কাযা আদায় করতে হবে। আর যদি স্মরণ থাকে ঋতুস্রাব দিনে আরম্ভ হত, তখন রমযান মাসের সকল রোযা রাখার পরেও বাইশ দিন রোযা কাযা আদায় করবে। কারণ, যেদিন প্রথম হায়েয আরম্ভ হয়েছে সে দিনের এবং যে দিনে হায়েয বন্ধ হয়েছে সে দিনের রোযা আদায় করতে হবে।

আর যদি দিনে কি রাতে ঋতুস্রাব আরম্ভ হত তা স্মরণ করতে না পারে তখন বাইশ দিনের রোযাই কাযা আদায় করতে হবে। (শামী)

হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় ইতেকাফের বিধান ঃ

মহিলাগণ নিজ ঘরে ইতেকাফ করবেন, যেখানে তারা নামায পড়ে থাকেন। তাদের জন্য মসজিদে ইতেকাফ করা জায়েয নেই।

✪ হায়েয-নেফাস অবস্থায় ইতেকাফ করা হারাম।

✪ ইতেকাফ অবস্থায় কোন মেয়েলোকের হায়েয অথবা নিফাস শুরু হলে তখন ইতেকাফ ছেড়ে দিবে। কারণ হায়েয-নিফাস অবস্থায় ইতেকাফ বাতিল হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

✪ মান্নতের ইতেকাফ আদায় করা ওয়াজিব। রোযা রেখে ওয়াজিব ইতেকাফ আদায় করতে হয়, এছাড়া আদায় হয় না। মহিলাগণ হায়েয-নিফাস অবস্থায় রোযা রাখতে পারে না, তাই হায়েয-নিফাস অবস্থায় তাদের মান্নতের ইতেকাফ শুদ্ধ হবে না।

✪ যদি কোন মহিলা তিন দিনের ইতেকাফ মান্নত করে ইতেকাফ শুরু করে দেয়, অতপর দুদিন পালন করার পর তৃতীয় দিনে তার হায়েয আসা শুরু করে, তখন সে তার ইতেকাফ ছেড়ে দিবে। পবিত্র হওয়ার পর বাকী একদিনের ইতেকাফ করবে। পুনরায় তিন দিনের ইতেকাফ করার প্রয়োজন নেই।

হায়েয-নিফাস অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে বিধান ঃ

হায়েয-নিফাস অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নেই। কারণ মসজিদ হলো পবিত্র স্থান।

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوا ط

(النساء :٤٣)

অনুবাদ ঃ "হে ঈমানদারগণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটে যেওনা। নামায তখন পড়বে যখন তোমরা জানবে যে তোমরা কি বলতেছো। এভাবে জানাবাতের (অপবিত্র) অবস্থায়ও নামাযের নিকটে যেওনা, যতক্ষণ না গোসল করে নিবে। (আন-নিসা ঃ ৪৩)

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ((রা) বলেছেন, নামাযের নিকটে যেওনা অর্থাৎ নামায পড়তে পারবে না এবং নামাযের স্থান মসজিদেও যাওয়া যাবে না।

জানাবাত ও হায়েয-নিফাসের একই হুকুম। কাজেই হায়েয ও নিফাস অবস্থায়ও মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

✪ ইমাম আবু হানিফার মতে জুনুবী (অপবিত্র ব্যক্তি) ও হায়েয-নিফাসওয়ালীর জন্য জরুরী প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নেই। অবশ্য কোন ওযর বা বাধ্যবাধকতা থাকলে নিরুপায় হয়ে প্রবেশ করা জায়েয। যেমন– গোসলের জন্য যদি মসজিদের বাইরে পানি না পাওয়া যায়, ঘরের দরজা যদি মসজিদের মধ্য

www.bjilibrary.com

দিয়ে হয়ে থাকে তা পরিবর্তন করা না যায় এবং তার পক্ষে যদি অন্য কোন স্থানে অবস্থান করা সম্ভব না হয়, তবে এ ধরনের সকল জরুরী অবস্থায় মসজিদের ভেতর দিয়ে আসা যাওয়া করা জায়েয।

✪ জানাবাত ও হায়েয-নিফাস অবস্থায় মসজিদের বাউন্ডারীতে প্রবেশ করা জায়েয।

✪ কোন মহিলা যদি পবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করার পর হায়েয শুরু হয়, তখন সে তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসবে।

✪ চোর ডাকাত, হিংস্র পশু বা অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয় থাকলে তখন অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ বা অপেক্ষা করা জায়েয।

✪ প্রয়োজনের তাকিদে মহিলাগণ হায়েয-নিফাস অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করলে তখন তায়াম্মুম করে নিবে।

হায়েয নিফাস অবস্থায় কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করা ঃ

হায়েয-নিফাস ওয়ালী নারী কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হজ্বের সকল কাজ সমাধা করতে পারবে। কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য আহকাম পালন করা হায়েয-নিফাস ওয়ালীর জন্য বৈধ।

এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَاتَبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللّٰهِ اَنِّىْ لَمْ اَحُجَّ الْعَامَ ـ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ ذَالِكَ شَئٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِىْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِىْ ـ (البُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ আয়েশা ((রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সংগে মদীনা থেকে বের হলাম। সারেফ নামক স্থানে এসে আমার মাসিক (ঋতুস্রাব) হল। আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় নবী (সা) আমার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কেন কাঁদছ? আমি

www.bjilibrary.com

বললাম যদি এ বছর হজ্জের নিয়ত না করতাম তাহলে ভালই হত। তিনি বললেন, কেন মাসিক হয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা এটা আদমের মেয়েদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। কাজেই কেবলমাত্র কাবা গৃহে প্রদক্ষিণ ছাড়া অন্যান্য হাজীদের মত হজ্জের অন্যান্য কাজ পালন কর যতক্ষণ না পবিত্র হও। পবিত্র হলে তওয়াফ করে নেবে।

২। ঋতুবতী নারী কিভাবে হজ্জ ও ওমরার ইহ্রাম বাঁধবে এ সম্পর্কে হাদীসের বাণী—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدٰى فَلَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهٖ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَ فَحِضْتُ فَلَمْ اَزَلْ حَيْضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ اُهْلِلْ اِلَّا بِعُمْرَةٍ - فَاَمَرَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَنْقُضَ رَاْسِىْ وَاَمْتَشِطَ وَاُهِلَّ بِالْحَجِّ وَاَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَالِكَ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجَّتِىْ فَبَعَثَ مَعِىَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِىْ مِنَ التَّنْعِيْمِ - (بُخَارِىْ)

অনুবাদ ঃ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্বে নবী (স) এর সংগে মদীনা হতে বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার জন্য এবং কেউ হজ্বের জন্য ইহ্রাম বাঁধল। আমরা মক্কা এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– যারা উমরার ইহ্রাম বেঁধেছে এবং কোরবানীর পশু সংগে আনেনি, তারা যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার এহ্রাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সংগে এনেছে তারা যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহ্রাম না খোলে।

উপরন্তু যারা হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্জ পুরা করে। আয়শা (রা) বললেনঃ আমি ঋতুবতী হলাম এবং আরাফার দিন পর্যন্ত আমার ঋতুস্রাব চলতে থাকলো। আমি কেবল উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলাম। মহানবী (স) আমাকে মাথার

বেনী খোলার, চুল আঁচড়াবার এবং হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন আর উমরা ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। এমনকি আমার হজ্জ সমাধা করলাম। তারপর তিনি আমার সংগে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে পাঠালেন এবং আমাকে হুকুম দিলেন, তানয়ীম থেকে ইহরাম বেঁধে ওমরা করার জন্য। (বোখারী)

হায়েয-নিফাস অবস্থায় হজ্জের হুকুম ঃ

১। সাধারণভাবে হায়েয-নিফাস অবস্থায় মেয়েলোকের ইহ্রাম বাঁধা বৈধ।

২। ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন মেয়েলোকের হায়েয অথবা নিফাস শুরু হয় তাতে তার ইহরাম বিনষ্ট হবে না।

৩। হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলাদের কাবা শরীফে প্রবেশ জায়েয নেই। এমনকি কোন প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মসজিদেও প্রবেশ করা উচিত নয়।

৪। হায়েয বা নিফাস চলাকালীন সময় যদি কোন মহিলা হজ্জ বা ওমরার ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা পোষণ করে তখন তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

৫। হায়েয-নিফাস অবস্থায় যদি কোন মহিলা হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধার নিয়ত করে তখন ইহ্রাম বাঁধার সময় যে দু'রাকাত নামায পড়তে হয় তা তার পড়তে হবে না।

৬। হায়েয-নিফাস অবস্থায় কোন মহিলা হজ্জ অথবা ওমরার ইহ্রাম বাঁধলে সে তালবিয়ার বাক্যসমূহ পাঠ করতে পারবে, কারণ এ বাক্যগুলো কুরআনের আয়াত নয়।

৭। হায়েয-নিফাস অবস্থায় কোন মেয়েলোক 'বাইতুল্লাহ' তাওয়াফ করলে, তাকে পাঁচ বছরের একটি উট ফিদইয়া হিসেবে কুরবানী করতে হবে।

৮। ইস্তেহাযা রোগীনির 'বাইতুল্লাহ' তাওয়াফ করা জায়েয। ইস্তেহাযার কারণে তাদের কোন ফিদইয়া দিতে হবে না এবং তারা গুনাহগারও হবেন না।

৯। কোন মহিলা যদি হজ্জে তামাত্তুর নিয়ত করে আর তাওয়াফে উমরার পরেই হায়েয-নিফাসের রক্তস্রাব আসা শুরু করে তখন ঐ মহিলাকে উমরা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করতে হবে।

১০. কোন মেয়েলোকের যদি ওমরার ইহরাম বাঁধার পর হায়েয অথবা নিফাস দেখা দেয় তখন সে পবিত্রতা অর্জনের পর 'বাইতুল্লাহ' তাওয়াফ করবে। পরে ছায়ী করে মাথার চুলের থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে উমরা সম্পন্ন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

১১. উমরার ইহ্রাম বাঁধার পর যদি কোন মেয়েলোকের হায়েয-নিফাস দেখা দেয় এবং হজ্জের জন্য আরাফাতে অবস্থানের সময় হয় তাহলে তাকে উমরার ইহ্রাম ত্যাগ করে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে মিনা ও আরাফাতের কাজ করতে হবে। এমতাবস্থায় একটি দম দেয়া ওয়াজিব। হজ্জের কাজ শেষ হলে উমরার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আর এ কুরবানী হলো একটি বকরী কিংবা একটি উট কিংবা একটি উটের সাতভাগের একভাগ।

১২. হজ্জে কেরানের ইহ্রাম বাঁধলে তখন হায়েয-নিফাস থাকলে সে আরাফাতে চলে যাবে এবং আরাফাতে অবস্থানের কারণে উমরা বাতিল হয়ে তার হজ্জ এফরাদ হজ্জে পরিণত হবে। তখন তাকে কেরান হজ্জের জন্য দমে শোকর দিতে হবে না কারণ তার কেরান হজ্জ আদায় হয়নি। ঐ মেয়েলোক পবিত্র হলে উমরার ইহ্রাম বেঁধে উমরা পালন করবে। তখন একটি দম দেয়া ওয়াজিব।

১৩. হজ্জে এফরাদের ইহ্রাম অবস্থায়-নিফাস দেখা দিলে তাওয়াফে কুদুম না করে আরাফায় অবস্থানের জন্যে যেতে হবে।

হজ্জে কেরান ও এফরাদ আদায়কারিনীর হায়েয-নিফাস আসার কারণে যে ত্রুটি হলো তার জন্য কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবেনা। কারণ তা, তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার ছিলনা।

১৪. হায়েয-নিফাস ওয়ালী মেয়েলোক আরাফাতে অবস্থান ও মিনার সকল কাজ করতে পারবে। তাতে শরীয়তের কোন বাধা নিষেধ নেই। তাতে তাকে কোন কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।

১৫. যে মেয়েলোকের উমরা এবং হজ্জের সময় হায়েয-নিফাস দেখা দিল সে তাওয়াফে জিয়ারত ও তাওয়াফে কুদুম ছাড়া হজ্জের সকল কাজ সমাধা করতে পারবে। তবে পাক হওয়ার পরে তাওয়াফে জিয়ারত করবে। তাওয়াফে কুদুম ছেড়ে দেয়ার কারণে কোন কাফ্ফারা দিতে হবেনা।

১৬. কোন মহিলার যদি হজ্জ পালনের শেষ পর্যায়ে তাওয়াফে বিদার পূর্বে হায়েয অথবা নিফাস আরম্ভ হয় তখন তার তাওয়াফে বিদা আদায় করতে হবেনা। এমতাবস্থায় ঐ মহিলার উপর থেকে তাওয়াফে বিদা রহিত হয়ে যাবে।

১৭. হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলারা সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করতে পারবে।

হায়েয নিফাস অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত ঃ

১. হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয নেই।

২. দোয়ার উদ্দেশ্যে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াত করা জায়েয। নিম্নে

www.bjilibrary.com

কুরআনের আয়াত সম্বলিত ২টি দোয়া উল্লেখ করা হল।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিই যখন আমাদিগকে সঠিক সোজা পথে চালিয়ে দিয়েছ, এর পরে তুমি আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা ও কুটিলতার সৃষ্টি করে দিও না। আমাদেরকে তোমার ভান্ডার হতে অনুগ্রহ দান কর। কেননা প্রকৃত দাতা তুমিই।

৩. সুরায়ে ফাতিহা দোয়ার নিয়তে পড়া জায়েয।

৪. কলেমা পড়া, দরুদ পড়া, আল্লাহ পাকের যিকির করা, ইস্তেগফার এবং অন্য কোন অযিফা পড়া জায়েয।

৫. তাসবীহ পড়া জায়েয। যেমন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

৬. দোয়ায়ে কুনুত পড়া জায়েয।

৭. রোগ মুক্তির জন্যে কুরআনের দোয়া সম্বলিত আয়াত পড়া জায়েয।

৮. যুক্তি পেশের জন্যে কুরআনের আয়াতের্ উদ্বৃতি দেয়া জায়েয।

৯. কোন কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া জায়েয।

১০. কোন কাজের শুরুতে আউযুবিল্লাহ উচ্চারণ করাজায়েয।

১১. যে মেয়েলোক অন্য কাউকে কুরআন শিক্ষা দেয়, সে হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআনের শব্দ বানান করে আলাদা আলাদাভাবে শিখাতে পারে। তবে গোটা আয়াতকে এক নিঃশ্বাসে না পড়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করবে।

১২. কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই। এমন কি পরিধানের কাপড় দিয়েও নয়। কুরআনের সাথে সেলাইকৃত কাপড় দিয়ে স্পর্শ করাও জায়েয নয়।

১৩. আলাদা রুমাল বা তোয়ালে দিয়ে কুরআন ধরা জায়েয।

www.bjilibrary.com

১৪. বই-পুস্তক, তাবীজ, অন্য কোন দেয়ালে কোন কাগজ পত্রে, ষ্টিকারে বা ডাইরীতে লেখা কুরআনের আয়াতে হাত দেয়া জায়েয নয়। তবে এগুলো বহন করা জায়েয।

হায়েয-নিফাস অবস্থায় সিজদার হুকুম ঃ

মেয়েলোক হায়েয-নিফাসে থাকা অবস্থায় কোন রকম সিজদা করতে পারবে না। চাই তা তেলাওয়াতের সিজদা হোক বা কোন শুকরানার সিজদা হোক। অপবিত্র অবস্থায় সিজদা করা হারাম। এমনকি দোয়ার উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে কুরআনের সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেও তখন সিজদা করা যাবে না। পাক হয়ে সিজদা করবে।

কারণ সিজদাহর আয়াত তেলাওয়াতকারী বে-অযুতে থাকুক আর অযুওয়ালা হোক, অপবিত্র হোক আর পবিত্র হোক, হায়েযওয়ালী হোক আর নিফাসওয়ালী হোক, ঈমানদার হোক আর কাফির হোক, জ্ঞানী হোক আর অজ্ঞানী হোক প্রত্যেকের, উপরই সিজদা দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু সিজদার আয়াত শ্রবণকারী যদি হায়েয-নিফাস ওয়ালী, নাবালেগা, পাগল বা কাফির হয় তবে সিজদাহ্ ওয়াজিব নয়।

হায়েয-নিফাস হতে পাক হয়ে গোসলের পূর্বে যদি সিজদার আয়াত শুনে তবে সিজদা দেয়া ওয়াজিব হবে। কারণ তখন তার গোসল না করলেও পবিত্রতা অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই গোসল করে পবিত্র হয়ে সিজদা করবে।

সিজদা করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ান অবস্থায় কারো হায়েয শুরু হলে তখন সিজদা করবে না।

ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস ঃ

হায়েয-নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। আল্লাহ্ তায়ালা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ـ (اَلْبَقَرَة : ٢٢٢)

অর্থ ঃ ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকো। তাদের নিকট যেয়োনা যতক্ষণ না তারা পবিত্রতা অর্জন করে। অতপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট যাও সেভাবে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যেতে আদেশ করেছেন। (আল-বাক্বারা ঃ২২২)

www.bjilibrary.com

ঋতুচলাকালীন সহবাসে ভীতি প্রদর্শন ঃ

মহানবী (সা) পবিত্র হাদীসে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَى حَائِضًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ (النَّسَائِى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করলো সে মুহাম্মদ -এর উপর অবতীর্ণ বিধানের সাথে কুফরী করলো। (নাসায়ী)

উপরের কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ (اِبْنِ مَاجَه)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় সে যেন কাফ্ফারা হিসেবে অর্ধ দিনার সদকা করে। (ইবনে মাযা)

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلعم قَالَ قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرًا فَدِيْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرًا فَنِصْفُ دِيْنَارٍ. (رواه التِّرْمِذِى)

অর্থ ঃ উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হযরত নবী করীম (সা) হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন ঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সঙ্গম করলে যদি রক্ত লাল থাকে (হায়েযের প্রাথমিক অবস্থায়) তবে এক দিনার এবং যদি রক্ত পীত বর্ণ ধারন করে (হায়েযের শেষ ভাগে) অর্ধদিনার সদকা করতে হবে। (তিরমিযী)

www.bjilibrary.com

এ হাদীসের আলোকে হাদীস বিশেষজ্ঞদের একটি দলের মত হলো, রক্ত প্রবাহের সময় সহবাস করলে এক দীনার সদকা করবে এবং রক্ত প্রবাহে বিরতি ঘটার সময় করলে অর্ধ দিনার সদকা করবে।

সহবাস সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসায়েল ঃ

১. নির্দিষ্ট অভ্যাসের পূর্বে রক্ত আসা বন্ধ হলে অভ্যাসের দিনগুলো পূরণ হওয়ার পূর্বে সহবাস জায়েয নয়, যেমন কোন মেয়েলোকের ৭দিন ৭রাত রক্ত আসা অভ্যাস কিন্তু ৬দিনের পর রক্ত বন্ধ হলো, তাকে ৭দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ৭দিন পূর্ণ না হলে সহবাস করা যাবে না, কারণ আবার রক্ত আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

২. কোন মেয়েলোকের ১০ দিন ১০ রাত রক্ত প্রবাহিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসলের পূর্বে স্বামী সহবাস করতে পারবে। কারণ ১০ দিন ১০ রাতের পর হায়েযের রক্ত আসতে পারে না।

৩. এমনিভাবে যার ৫দিন ৫রাত রক্ত নির্গত হওয়ার অভ্যাস তার যদি অভ্যাসের নির্দিষ্ট দিনে রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসলের পূর্বে স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। কারণ তার নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়েছে।

৪. কোন মেয়েলোকের নির্দিষ্ট অভ্যাসের পূর্বে রক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তার সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সহবাস করা জায়েয নেই।

৫. কোন মেয়েলোকের ৪দিন ৪রাত রক্ত আসার অভ্যাস, কিন্তু কোন মাসে দেখা গেল ৪দিন ৪ রাত পরে রক্ত বন্ধ না হয়ে রক্তস্রাব অব্যাহত রয়েছে তখন তাকে দশ দিন দশ রাত অপেক্ষা করতে হবে। যদি দশ দিন বা তার পূর্বে কোন একদিন রক্ত বন্ধ হয় তাহলে তখন গোসল করে নামায পড়তে হবে এবং স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে।

৬. ১০ দিন ১০ রাতের পরেও যদি রক্ত নির্গত হয়, তাহলে ১০দিন ১০ রাতের পরে গোসল করে স্বামীর সাথে সহবাস করা জায়েয। কারণ ১০ দিন ১০ রাতের পর যে রক্ত নির্গত হয় তা ইস্তেহাযা।

৭. সন্তান প্রসবের পর পূর্ণ চল্লিশ দিনে কোন মহিলা পবিত্রতা লাভ করলে গোসলের পূর্বে স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে, তবে গোসল করে নেয়া উত্তম।

www.bjilibrary.com

মূল কথা হলো, নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করে রক্ত নির্গমন বন্ধ হলে তাকে পবিত্র মনে করে গোসলের পূর্বে সহবাস জায়েয। (আসান ফিকাহ্)

কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ না হয়ে রক্ত নির্গমন বন্ধ হলে তাকে পবিত্র মনে করে গোসলের পূর্বে সহবাস জায়েয নেই, কারণ রক্ত আসার সম্ভাবনা আছে, তাই গোসলের সময় অতিবাহিত হওয়া অথবা এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক।

সহবাসের হুকুম ঃ

১. হায়েয-নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম।

২. কোন মুসলমান যদি এ আক্বিদা পোষণ করে যে, হায়েয-নিফাস চলাকালীন সময় সহবাস জায়েয তবে সে কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যাবে।

৩. ঐ ব্যক্তির জন্য ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে গুনাহ্ হবে না, যিনি জানেন না যে, ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস করা হারাম।

৪. ঐ ব্যক্তির জন্যেও ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস করলে গুনাহ হবে না যিনি জানেন না যে, স্ত্রীর হায়েয শুরু হয়েছে অথবা স্ত্রী স্বামীকে জানাননি যে তিনি ঋতুবতী।

৫. ঋতু চলাকালীন সময় জেনে বুঝে সহবাস করা হারাম।

এরূপ অবস্থায় সহবাস করলে কবীরা গুনাহ্ হবে, তখন সদকা দেওয়া এবং তওবা করা ওয়াজিব।

৬. ঋতুবতী স্ত্রীকে চুমো দেয়া, এক সাথে খানা পিনা করা, এক বিছানায় শয়ন করা জায়েয। বরং এর থেকে বিরত থাকা মাকরূহ্।

৭. ঋতুবতী স্ত্রীর নাভীর নিম্নভাগ থেকে হাটু পর্যন্ত স্পর্শ করা জায়েয নেই।

ঋতুকালে সহবাসে ক্ষতি কেন?

মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করে কিসে তাদের মঙ্গল কিসে তাদের অমঙ্গল তা বুঝানোর জন্য কতিপয় বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অনেক বিষয়ই মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে না। আবার অনেক বিষয় আছে, যা স্পষ্টভাবে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

পবিত্র কুরআনের আয়াতে هُوَ اَذًى "হুয়া আযান" বলে হায়েয নিফাসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। "আযা" শব্দটির অর্থ হলো— ১। নোংরা বা ময়লা। ২। কষ্ট বা রোগ।

www.bjilibrary.com

হায়েয-নিফাস অবস্থায় স্বামীর সাথে সহবাস করা মহিলাদের জন্য কষ্টকর এবং নোংরা বা ময়লা হওয়ার কারণে মানসিক কুরুচি ও ঘৃণা বিদ্যমান থাকায় পারস্পরিক আকর্ষণ কমে যায়।

স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (র) লিখেছেন– ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা উচিত নয় এবং হায়েয-নিফাস বন্ধ হওয়ার পর গোসলের পূর্বেও স্ত্রীসহবাস করা উচিত নয়।

এ সম্পর্কে ডাক্তারদের অভিমত ঃ

১. হায়েয-নিফাসের রক্তের সাথে এমন জীবানু থাকে যা পুরুষের কঠিন রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

২. ঋতু চলাকালে মহিলাদের জরায়ু দুর্বল থাকে, রোগ জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। তখন সহবাসে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ক্ষতির আশংকা থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইস্তেহাযা বা রোগজনিত রক্তের বিবরণ

ইস্তেহাযা রক্তের পরিচয় ঃ

হায়েয নিফাসের স্বাভাবিক রক্ত ছাড়া মেয়েদের গুপ্তাঙ্গ থেকে অন্য কোন অস্বাভাবিক রক্ত নির্গত হলে তার নাম ইস্তেহাযা বা কুরক্ত। ইস্তেহাযা অর্থ পীড়া বা রোগ। ইহা এমন এক ব্যধিজনিত রক্ত–যেমন, কারো নাকশিরা ফেটে রক্ত বেরুতে থাকে– যা আর বন্ধ হয় না। ডাক্তারদের অভিমত হল, নারীদের যৌনাঙ্গের অন্তর্ভাগে অসংখ্য শিরা উপশিরা থাকে। নানা কারণে তা ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে তাদের যোনিদ্বার দিয়ে রক্ত নির্গত হতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় ভাল চিকিৎসা না হলে চিররোগে পরিণত হতে পারে।

ইস্তেহাযা রক্তের প্রকারভেদ ঃ

১. যে রক্ত তিন দিনের কম সময় ধরে নির্গত হয়।

২. যে রক্ত দশ দিনের বেশী সময় ধরে বের হয়।

৩. যে রক্ত নয় বৎসরের কম বয়সের বালিকার প্রবাহিত হয়।

www.bjilibrary.com

৪. যে রক্ত মহিলাদের সর্বাবস্থায় প্রবাহিত হয়।

৫. যে রক্ত সন্তান প্রসবের ৪০ দিন পরে প্রবাহিত হয়।

৬. যে রক্ত ষাট বৎসর বয়স হওয়ার পর বের হয়।

৭. যে রক্তস্রাব গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে সন্তানের অর্ধেক শরীর ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে বের হয়।

৮. দশ দিন স্রাব হবার পর পনের দিনের মধ্যে পুনঃ যে স্রাব হয়।

হাদীসের আলোকে ইস্তেহাযার বিধানঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لَا اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ ـ

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন একজন স্ত্রীলোক যে সর্বদা রক্তস্রাব রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং পাক হই না। অতএব আমি কি নামায ছেড়ে দিব? উত্তরে তিনি বললেন, ইহা একটি শিরার রক্ত, হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েয উপস্থিত হবে নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন হায়েযের নির্দিষ্ট মুদ্দত শেষ হয়ে যাবে তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (গোছল করবে) অতপর নামায পড়তে থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ হায়েযের মুদ্দত শেষ হয়ে গেলে একবার গোসল করে নিবে। অতপর প্রত্যেক নামাযের সময় রক্ত ধুয়ে পরে নতুন করে অযু করবে। এই রূপ স্ত্রীলোকের এক অযু দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়া জায়েয নয়।

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِى حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ

www.bjilibrary.com

ذَالِكَ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ
فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ - (رواه ابوداؤد۔ والنسائى)

অনুবাদ ঃ হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা) ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা সর্বদা ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হতেন, অতএব তাকে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ (জেনে রাখবে) যখন হায়েযের রক্ত হয় (তখন তা কালো রং হয়, যা সহজে চেনা যায়) তখন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। যখন অন্যরূপ রক্ত হবে তখন প্রত্যেক ওয়াক্তে অযু করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা ইহা (ইস্তেহাযার রক্ত) রগ বা শিরার রক্ত। (আবু দাউদ-নাসায়ী)

উপরের হাদীসগুলোর আলোকে বুঝা গেল ইস্তেহাযা রোগীর বিধান ঐ সব লোকের মত যাদের কোন ওযর আছে।

১.যেমন কোন ব্যক্তির অনবরত পাতলা পায়খানা হয়।

২. কোন ব্যক্তির ফোঁটা ফোঁটা পেশাব নির্গত হয়।

৩. কোন ব্যক্তির নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নির্গত হয়।

৪. কোন ব্যক্তির জখম দিয়ে সদা সর্বদা রক্ত পুঁজ বের হয়।

ইস্তেহাযার অবস্থা ঃ

১. ৯ বছর কম বয়সের মেয়েদের যে রক্ত আসে তা ইস্তেহাযা এবং ৫৫ বছরের বেশী মেয়ে মানুষের যে রক্ত আসে তাও ইস্তেহাযা। কিন্তু ৫৫ বছরের পরে আসা রক্তের রং যদি গাঢ় লাল অথবা কালচে হয় তাহলে হায়েয মনে করতে হবে।

২. গর্ভবতী মেয়েলোকের যে রক্তস্রাব আসে তা ইস্তেহাযা।

৩. হায়েযের সর্ব নিম্ন মুদ্দত তিন দিন তিন রাত, এর চেয়ে কম সময় রক্ত স্রাব আসলে তা ইস্তেহাযা।

৪. হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত দশ দিন দশ রাত এর চেয়ে বেশী যে রক্ত স্রাব আসে তাও ইস্তেহাযা।

৫. যে মেয়েলোকের হায়েযের মুদ্দত তার অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট তার এ নির্দিষ্ট মুদ্দত পেরিয়ে আসা রক্ত যদি দশ দিনের বেশী সময় চলতে থাকে তাও ইস্তেহাযা।

৬। কোন মেয়েলোকের দশদিন রক্ত স্রাব আসার পর বন্ধ হয়ে যায় এবং পনের দিনের পূর্বে আবার রক্তস্রাব হলে তাও ইস্তেহাযা। কারণ দু'হায়েযের মধ্যে পাক থাকার সময় হল কম পক্ষে ১৫ দিন।

www.bjilibrary.com

৭। কোন মহিলার চল্লিশ দিন নিফাসের রক্তস্রাব আসার পর বন্ধ হয়ে ১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার রক্তস্রাব আসলে ঐ রক্তকে ইস্তেহাযা বলা হবে। কেননা নিফাস বন্ধ হওয়ার পর ১৫ দিন পবিত্র না থাকলে হায়েযের রক্ত আসতে পারেনা।

৮। সন্তান প্রসবের পরে কোন মহিলার যদি ৪০ দিনের বেশী রক্তস্রাব আসে তা ইস্তেহাযা। কারণ নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত চল্লিশ দিন।

৯। কোন মহিলার নিফাসের নির্দিষ্ট অভ্যাসের অতিরিক্ত যতদিন রক্তস্রাব আসবে তা ইস্তেহাযা।

১০। কোন মহিলার সন্তান প্রসবের সময় সন্তানের শরীর মাতৃগর্ভ হতে অর্ধেকের কম বের হওয়া অবস্থায় রক্ত স্রাব আসা শুরু করলে সে রক্ত হবে ইস্তেহাযা।

১১। কোন মহিলার যদি গর্ভপাত হওয়ার পর তিন দিন তিন রাতের কম সময় রক্তস্রাব প্রবাহিত হয় তাকেও ইস্তেহাযা হিসেবে ধরবে।

ইস্তেহাযা রোগীর করণীয় ঃ

ইস্তেহাযা এমন একটি রোগ যাতে মহিলারা অবিরাম নাপাক থাকে, কিন্তু এ রোগের কারণে নামায-রোযা ছাড়া যায় না। যে মহিলা ইস্তেহাযার রোগী হবে, তার করণীয় হলো, অযু করার পূর্বে স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে ধুয়ে নিয়ে শক্তভাবে নেকড়া বেঁধে নেবে। প্রত্যেক নামাযের সময় হলেই অযু করবে এবং দেরী না করে নামায আদায় করে নেবে। প্রত্যেক নামাযের জন্যেই অযু করা ফরয। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন নেকড়া পরাও আবশ্যক। (মহিলা ফিকাহ্)

ইস্তেহাযার হুকুম ঃ

১। ইস্তেহাযা রোগিনী নামাযের সময় নামায পড়বে এবং রোযার সময় রোযা রাখবে। তাদের নামায রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই।

২। ইস্তেহাযার সময় স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে, তাতে শরীয়তে কোন বাধা নিষেধ নেই।

৩। ইস্তেহাযার কারণে গোসল করতে হবে না। অর্থাৎ গোসল করা ফরয নয়। ইচ্ছা হলে করতেও পারে অথবা নাও করতে পারে।

৪। ইস্তেহাযার রোগিনী শুধুমাত্র অযু করলেই পাক হবে।

৫। ইস্তেহাযার সময় কুরআন তেলাওয়াত ও স্পর্শ করা জায়েয।

www.bjilibrary.com

৬। মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করাও জায়েয।

৭। ইস্তেহাযার রোগিনী ইতেকাফে বসতে পারবে, তাতে কোন বাধা নেই।

৮। ইস্তেহাযার রোগিনী এক অযুতে এক ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারে। প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্যে নতুন অযু করা ফরয।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হায়েয ও নিফাসের রক্ত ধোয়ার পদ্ধতি

হায়েযের রক্ত অপবিত্র। এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

"قُلْ هُوَ اَذًى" -"হে নবী! আপনি বলে দিন এটা হলো অপবিত্র"।

কাজেই হায়েয বা নিফাসের রক্ত কোন বস্তুতে লেগে গেলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। এ রক্ত যদি শরীর অথবা কাপড়ে লেগে যায়, অবশ্যই তা ধুয়ে নামায পড়তে হবে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হলো—

حَدِيْثٌ:

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ سَاَلَتْ اِمْرَاَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدَا كُنَّ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ - (بخارى ومسلم)

অনুবাদ ঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈকা স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল!

www.bjilibrary.com

যদি আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যায়, তাহলে সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দিলেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে প্রথমে সে রগড়াবে অর্থাৎ ঘষে তুলে ফেলবে। তারপর পানি ঢেলে মথে ধুয়ে নেবে। অতপর তা পরে নামায পড়বে।(বোখারী মুসলিম)।

حَدِيثٌ :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلٰى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (بُخَارِيْ)

অনুবাদ ঃ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারোর মাসিক হলে, সে পবিত্র হওয়ার পর কাপড় থেকে রক্ত রগড়ে ধুয়ে ফেলত। তারপর সমস্ত কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিত। তারপর সেই কাপড় পরে নামায পড়ত। (বোখারী)

উপরে বর্ণিত হাদীস দুটোতে হায়েযের রক্ত লেগে যাওয়া কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি বলা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কাপড় ধুয়ে ফেললে তা পাক হয়ে যাবে। কিছু মেয়েলোক অজ্ঞতা বশতঃ সাবানের অপেক্ষায় বসে থাকেন। তারা মনে করেন, সাবান দিয়ে কাপড় ধৌত না করলে পাক হয় না, এটা একটা কুসংস্কার। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পবিত্রতা হাসিলের জন্য পানিই যথেষ্ট। পানি না পাওয়া গেলে পবিত্র মাটি দ্বারা পাক হয়ে নামায পড়তে হবে। কোন অবস্থাতেই নামায ছাড়া যাবে না। তবে কথা হলো, যদি সময়মত সাবান পাওয়া যায় এবং সাবান কেনার সামর্থ্য থাকে তাহলে সাবান দিয়ে কাপড় ধুয়ে পাক করা উত্তম।

যদি কারো কাপড়ে মাসিকের রক্ত লেগে যাওয়ার পর তা ভালভাবে ধৌত করে। কিন্তু রক্ত চলে গেলেও তার দাগ থেকে যায় তবুও সেই কাপড় পাক হয়ে যাবে এবং ঐ কাপড় দিয়ে নামায পড়তে পারবে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে—

হাদীস ঃ

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত খাওলা বিনতে ইয়াসার রসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার একটিই মাত্র পরনের কাপড় আছে। মাসিক চলা কালে সেটিই পরি। (এমতাবস্থায়

www.bjilibrary.com

আমি কিভাবে নামায পড়বো)? রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেনঃ তুমি যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে তখন কাপড়ের যে স্থানে রক্ত লেগেছে সে জায়গাটি ধুয়ে নাও এবং তা দিয়ে নামায পড়ো। খাওলা পুনরায় নিবেদন করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল! রক্তের দাগ তো যায় না। তিনি বললেনঃ"পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট। রক্তের দাগ থাকলে কোন ক্ষতি নেই।"

২। হযরত মুয়াযা (রা) বলেন: আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েদের কাপড়ে যদি মাসিকের রক্ত লাগে তখন সে কি করবে? তিনি বললেনঃ "রক্ত ধুয়ে ফেলবে। দাগ না গেলে তার উপর হলদে রঙের কিছু দিয়ে রঙ পরিবর্তন করে দেবে।" তিনি আরো বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্র (সা) সময় আমার মাসিক হতো। লাগাতার তিনটি মাসিক পর্যন্ত আমি একই কাপড় পরতাম এবং কাপড়টি ধুইতে পারতাম না। (মুসনাদে আহ্মাদ, আবু দাউদ)

উল্লেখিত হাদীস দুটোর মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, রক্ত ভালভাবে ধোয়ার পরেও যদি দাগ বাকী থাকে তবুও সে কাপড় দিয়ে নামায পড়া যাবে। ইমাম নববী (র) লিখেছেন ঃ মনে রাখা দরকার নাপাকী দূর করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি ওয়াজিব, তাহলো পরিস্কার করা। নাপাকী যদি চোখে না দেখা যায় তবে তা একবার ধোয়া ওয়াজিব। একাধিকবার ধোয়া ওয়াজিব নয়। তবে দু'বার বা তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব।

কিন্তু যদি নাপাকী চোখে দেখা যায়, (যেমন রক্ত, পায়খানা) তবে তার সার নির্যাস পর্যন্ত পরিস্কার করা জরুরী। সার নির্যাস পরিস্কার করার পর দু'বার বা তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব। নাপাকীর সারাংশ ধোয়ার পরও যদি রং বাকী থাকে তবে তাতে কোন দোষ নেই। তবে নাপাকীর কণা পরিমাণ থাকলেও কাপড় পাক হবে না।

এক নজরে কাপড় পবিত্র করনের মাসয়ালা ঃ

১। হায়েযের রক্ত অপবিত্র। কোন কাপড় বা বস্তুতে এ রক্ত লেগে গেলে ধুয়ে ফেলতে হবে।

২। একবার ধোয়া ওয়াজিব, দুবার বা তিন বার ধোয়া মুস্তাহাব।

৩। একবার ধোয়ায় যদি পরিস্কার না হয়, তখন পরিস্কার করতে যতবার দরকার ততবারই ধোয়া আবশ্যক।

৪। ধোয়ার পর নাপাকীর সামান্য পরিমাণ বাকী থাকলেও তা পবিত্র হবে না।

৫। রক্ত ধোয়ার পর দাগ বা চিহ্ন দেখা গেলে তাতে কোন দোষ নেই।

www.bjilibrary.com

৬। সাধারণত পানি দ্বারা ধৌত করাই যথেষ্ট। সাবানের অপেক্ষায় নামায রোযা ত্যাগ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

৭। সিরকা জাতীয় পানি দ্বারা ধৌত করলে পবিত্র হবে না।

৮। রক্ত ধোয়ার পরে চিহ্ন দেখা গেলে সেই চিহ্নিত স্থানে হলুদ নীল বা জাফরানের রঙ লাগিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

৯। হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা উত্তম।

১০। কাপড়ের যে স্থানে নাপাকী লাগে সে স্থান ধৌত করাই যথেষ্ট, পূর্ণ কাপড় ইচ্ছা করলে ধৌত করতে পারে আবার না করলেও চলে।

হায়েয নিফাস থেকে পাক হওয়ার গোসল ঃ

হায়েয নিফাস থেকে পাক হওয়ার জন্য গোসল করা ফরয। যে সকল কারণে গোসল ফরয হয় হায়েয নিফাস এর একটি অন্যতম কারণ। অন্যান্য কারণে গোসল ফরয হলে যে নিয়মে ফরয গোসল করতে হয় হায়েয নিফাসের থেকে পাক হওয়ার জন্য সে ভাবেই গোসল করতে হয়।

গোসল ফরয হওয়ার কারণ ঃ

যে সকল কারণে গোসল ফরয হয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. হায়েয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে, পাক হওয়ার জন্য।

২. কোন মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে গোসল দেয়া ফরয।

৩. কাফির অবস্থা থেকে মুসলমান হলে তার উপর গোসল ফরয।

৪. জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পরে এবং স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা ফরয।

গোসলের নিয়ম ঃ গোসল করার পূর্বে প্রথমে মনে মনে নিয়ত করতে হবে যে, আমি পাক পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করছি।

আরবীতে গোসলের নিয়ত ঃ نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ ـ

অর্থ ঃ নাপাকী দূর করার জন্য আমি গোসল করছি।

গোসলের জন্য এমন স্থান বেছে নিবে যেখানে দাঁড়িয়ে গোসল করলে পানি সাথে সাথে চলে যায়, পা যেন পানিতে ডুবে না থাকে। প্রথমে লজ্জাস্থান এবং যে যে স্থানে নাপাকী লেগেছে সে সকল স্থান ধুয়ে নিবে। এরপর নিজের হাত সাবান বা মাটি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। মেছ্ওয়াক করবে বা দাঁত খিলাল করবে, যাতে দাঁতের ফাঁকে কিছু আটকে না থাকে। অতপর উত্তমরূপে অযু করবে। তারপর তিনবার

www.bjilibrary.com

গড়গড়ার সাথে কুলি করবে এবং তিন বার নাকে পানি দিবে, যেন নাকের ভিতরে নরমস্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে এবং তিনবার বাম কাঁধে পানি ঢালবে। অতপর সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢেলে উত্তমরূপে রগরিয়ে ধুইবে যাতে শরীরের একটি পশমের গোড়াও শুকনা না থাকে।

মাথার চুল যদি বেণী করা থাকে, তাহলে তা খোলা ফরয নয়। শুধু মাত্র সমস্ত চুলের গোড়া ভিজিয়ে দেয়া ফরয। আর যদি চুল খোলা থাকে তাহলে সম্পূর্ণ চুল ভিজিয়ে ধুয়ে ফেলা ফরয। অলংকারগুলো নাড়াচাড়া করে ছিদ্রের মধ্যে পানি পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

গোসল শেষে যদি পায়ের নীচে পানি জমে তাহলে সেখান থেকে অন্য স্থানে সরে যেয়ে পায়ে পানি ঢালবে, আর যদি পানি না জমে তাহলে গোসলের স্থানে দাঁড়িয়ে পা দুটো ধুয়ে ফেলবে।

যদি কারো উপর গোসল ফরয হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় ১ মাইলের ভিতরে পানি না পাওয়া যায় অথবা গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। কোন মতেই নামায ছাড়া যাবে না।

এক নজরে

হায়েয-নিফাসওয়ালী নারীদের মাসায়েল ঃ

১। কোন মেয়েলোক হায়েয-নিফাস অবস্থায় নামায পড়বে না, রোযা রাখবেনা। পাক হলে নামাযের কাযা করতে হবে না। রোযার কাযা আদায় করতে হবে। (কুদুরী/ আলমগীরি)

২.হায়েয-নিফাসের রক্ত আসার সাথে সাথে নামায ছেড়ে দিবে। (আলমগীরি)

৩. রোযা অবস্থায় সূর্য ডুবে যাবার সামান্য পূর্বে হায়েয-নিফাসের রক্ত আসা শুরু করলে ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে। (আলমগীরি)

৪. নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে হায়েয-নিফাস শুরু হলে সে ওয়াক্তের নামায মাফ হয়ে যাবে। (আলমগীরি)

৫. নামাযের শেষ ওয়াক্তে যদি নামায পড়া শুরু করে এবং নামায অবস্থায় হায়েয-নিফাস দেখা দেয়, তাহলে সাথে সাথে নামায ছেড়ে দিবে। ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করতে হবে না। (আলমগীরি)

৬. নফল নামায রোযার মধ্যে হায়েয-নিফাস দেখা দিলে তা পরবর্তী সময়ে কাযা করতে হবে। (আলমগীরি)

৭. হায়েয-নিফাস অবস্থায় মেয়েলোকের প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অযু করে তাসবীহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব। (আলমগীরি)

www.bjilibrary.com

৮. হায়েয-নিফাস অবস্থায় মেয়েলোকের মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। (অতীব প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে প্রবেশ জায়েয। (কুদুরী/ আলমগীরি)

৯.হায়েয-নিফাস অবস্থায় কবর জিয়ারত জায়েয। (আলমগীরি)

১০. হায়েয-নিফাস অবস্থায় কাবাশরীফ তাওয়াফ করা হারাম।

১১. হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা হারাম। (কুদুরী/ আলমগীরি)

১২. হায়েয-নিফাস অবস্থায় দোয়া ও শিফার নিয়তে কুরআনের আয়াত পাঠ করা জায়েয। (কুদুরী/ আলমগীরি)

১৩.হায়েয-নিফাস অবস্থায় অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহ যেমন তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল পাঠ করা হারাম।

১৪. হায়েয-নিফাস অবস্থায় আযানের জওয়াব দিতে পারবে।

১৫. হায়েয-নিফাস অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনলেও সিজদা ওয়াজিব হবে না।

১৬. যিনি কুরআন শিক্ষা দেন, এমন মহিলা যদি হায়েয-নিফাসের সময় কুরআন শিক্ষা দিতে চান তাহলে একবার একশব্দ উচ্চারণ করে শিক্ষা দিতে পারবেন। পুরো আয়াত মিলাতে পারবেন না।

১৭. হায়েয-নিফাস অবস্থায় খালি হাতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না, তবে রুমাল বা জুযদান দ্বারা ধরা যাবে। (আলমগীরি)

১৮. হায়েয-নিফাস অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস হারাম কিন্তু স্পর্শ, চুম্বন, একত্রে শয়ন জায়েয। (আলমগীরি)

১৯. হায়েয-নিফাস থেকে পাক হলে গোসল করা ফরয। (শামী)

২০. দশ দিন হায়েয এবং নিফাস চল্লিশ দিন পূর্ণ হলে গোসলের পূর্বে স্ত্রী-সহবাস জায়েয। (শামী)

২১. দশ দিনের পূর্বে হায়েয এবং চল্লিশ দিনের পূর্বে নিফাস বন্ধ হলে গোসল করে নামাযের নিয়ত করতে পারে এ পরিমাণ সময় অপেক্ষা না করে সহবাস করা জায়েয নেই। (গায়াতুল আওতার)

২২. যাদের হায়েয-নিফাসের নির্দিষ্ট অভ্যাস আছে তাদের অভ্যাসের পূর্বে রক্ত আসা বন্ধ হলে ঐ অভ্যাস পরিমাণ অপেক্ষা না করে সহবাস জায়েয নেই। (শামী)

২৩. যে মেয়েলোকের সব সময় রক্তস্রাব হতে থাকে তাদের প্রতিমাসে দশ দিন হায়েয এবং বাকী বিশ দিনকে ইস্তেহাযা ধরতে হবে, আর বাচ্চা হওয়ার পর এ মহিলা ৪০ দিনকে নিফাস ধরবে। (শামী)

(উপরোক্ত মাসয়ালাসমূহ তরিকুল ইসলাম কিতাব থেকে সংগৃহীত)

www.bjilibrary.com

হায়েয-নিফাস গণনার সহজ পদ্ধতি ঃ

কোন মেয়েলোকের প্রথম বারে যে কয়দিন হায়েয আসে এবং প্রথম সন্তান প্রসবের পর যে কয় দিন নিফাস আসে সে কয় দিনকেই তার আদত বা অভ্যাস মনে করতে হবে। তবে সব সময় একই অভ্যাসে হায়েয-নিফাস আসবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রত্যেক আগত অবস্থার জন্য এর পূর্বের অবস্থাকে আদত হিসাবে গণ্য করতে হবে।

এ কারণে সঠিক হিসাব মনে রাখা অত্যাবশ্যক। এর উপর নির্ভর করে অনেক মাসয়ালা নির্ণয় করতে হয়। তাছাড়া ফরয আমলসমূহ সঠিক ভাবে আদায় করা সহজ হয়। সঠিক ভাবে ঋতুস্রাব গণনার জন্য ক্যালেন্ডার এবং ডাইরীর সাহায্য নেয়া যায়।

১৯৯৭

	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল
শুক্র	৩১ ৩ ১০ ১৭ ২৪	৭ ১৪ ২১ ২৮	৭ ১৪ ২১ ২৮	৪ ১১ ১৮ ২৫
শনি	৪ ১১ ১৮ ২৫	১ ৮ ১৫ ২২	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৫ ১২ ১৯ ২৬
রবি	৫ ১২ ১৯ ২৬	২ ৯ ১৬ ২৩	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০	৬ ১৩ ২০ ২৭
সোম	৬ ১৩ ২০ ২৭	৩ ১০ ১৭ ২৪	৩ ১০ ১৭ ২৪ ৩১	৭ ১৪ ২১ ২৮
মঙ্গল	৭ ১৪ ২১ ২৮	৪ ১১ ১৮ ২৫	৪ ১১ ১৮ ২৫	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯
বুধ	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৫ ১২ ১৯ ২৬	৫ ১২ ১৯ ২৬	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০
বৃহঃ	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০	৬ ১৩ ২০ ২৭	৬ ১৩ ২০ ২৭	৩ ১০ ১৭ ২৪

	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট
শুক্র	৩০ ২ ৯ ১৬ ২৩	৬ ১৩ ২০ ২৭	৪ ১১ ১৮ ২৫	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯
শনি	৩১ ৩ ১০ ১৭ ২৪	৭ ১৪ ২১ ২৮	৫ ১২ ১৯ ২৬	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০
রবি	৪ ১১ ১৮ ২৫	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৬ ১৩ ২০ ২৭	৩ ১০ ১৭ ২৪ ৩১
সোম	৫ ১২ ১৯ ২৬	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০	৭ ১৪ ২১ ২৮	৪ ১১ ১৮ ২৫
মঙ্গল	৬ ১৩ ২০ ২৭	৩ ১০ ১৭ ২৪	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৫ ১২ ১৯ ২৬
বুধ	৭ ১৪ ২১ ২৮	৪ ১১ ১৮ ২৫	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০	৬ ১৩ ২০ ২৭
বৃহঃ	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৫ ১২ ১৯ ২৬	৩ ১০ ১৭ ২৪ ৩১	৭ ১৪ ২১ ২৮

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
শুক্র	৫ ১২ ১৯ ২৬	৩১ ৩ ১০ ১৭ ২৪	৭ ১৪ ২১ ২৮	৫ ১২ ১৯ ২৬
শনি	৬ ১৩ ২০ ২৭	৪ ১১ ১৮ ২৫	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৬ ১৩ ২০ ২৭
রবি	৭ ১৪ ২১ ২৮	৫ ১২ ১৯ ২৬	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০	৭ ১৪ ২১ ২৮
সোম	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৬ ১৩ ২০ ২৭	৩ ১০ ১৭ ২৪	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯
মঙ্গল	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০	৭ ১৪ ২১ ২৮	৪ ১১ ১৮ ২৫	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০
বুধ	৩ ১০ ১৭ ২৪	১ ৮ ১৫ ২২ ২৯	৫ ১২ ১৯ ২৬	৩ ১০ ১৭ ২৪ ৩১
বৃহঃ	৪ ১১ ১৮ ২৫	২ ৯ ১৬ ২৩ ৩০	৬ ১৩ ২০ ২৭	৪ ১১ ১৮ ২৫

www.bjilibrary.com

এভাবে কোন মহিলা যদি তার হায়েয আসার তারিখ ও হায়েয বন্ধ হওয়ার তারিখ ক্যালেন্ডারে গোল চিহ্ন দিয়ে রাখে তা হলে সহজভাবে বুঝা যাবে কোন মাসে কত দিন তার হায়েয ছিল এবং কত দিন সে পবিত্র ছিল। উপরের ক্যালেন্ডারে ৬ মাস ৫দিন করে এবং পরবর্তী ৬ মাস ৭ দিন করে হায়েয আসার চিহ্ন দেখানো হয়েছে। ক্যালেন্ডারে ১দিন বেশী দাগ দেয়ার কারণ হলো হায়েযের প্রথম দিনের এক অংশ এবং শেষ দিনের এক অংশ দেখানো হয়েছে।

হায়েযের হিসাব সংরক্ষণ ছক

ছক (ক)

সন	মাস	হায়েয শুরু হওয়ার তারিখ	হায়েয শুরু হওয়ার সময়	হায়েয শেষ হওয়ার তারিখ	হায়েয শেষ হওয়ার সময়	মোট অপবিত্রতার দিন	মোট পবিত্রতার দিন	মন্তব্য
১৯৯৭	জানুয়ারী	২৫/১/৯৭	৯টা	৩০/১/৯৭	৯টা	৫দিন	২৫দিন	নিয়মিত
	ফেব্রুয়ারী	২২/২/৯৭	১২টা	২৭/২/৯৭	১২টা	৫দিন	২২দিন	নিয়মিত
	মার্চ							
	এপ্রিল							
	মে							
	জুন							
	জুলাই							
	আগষ্ট							
	সেপ্টেম্বর							
	অক্টোবর							
	নভেম্বর							
	ডিসেম্বর							

ডাইরিতে উপরের ছক (ক) অনুযায়ী হিসাব লিখে সংরক্ষণ করলে দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ও পরিবর্তিত অভ্যাস সহজ ভাবে অনুমেয় হবে।

www.bjilibrary.com

নিফাসের হিসাব সংরক্ষণ ঃ

নিফাসের হিসাব লিখে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এক সন্তান জন্মের তিন চার বৎসর পর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয় তখন পূর্বের নিফাসের নিয়ম ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। লিখে রাখলে এ সমস্যার সমাধান সহজভাবে করা যায়।

নিফাসের হিসাব সংরক্ষণ ছক

ছক (খ)

সন্তানের নাম	সন্তান প্রসবের তারিখ	নিফাস শেষ হওয়ার তারিখ	নিফাসের মোট দিন	মন্তব্য
১ম আঃ রহমান				
২য় রহিমা খাতুন				
৩য় আঃ করিম				

ডাইরিতে উপরের ছক-(খ) অনুযায়ী নিফাসের হিসাব লিখে সংরক্ষণ করলে আদত বা অভ্যাস ভুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না

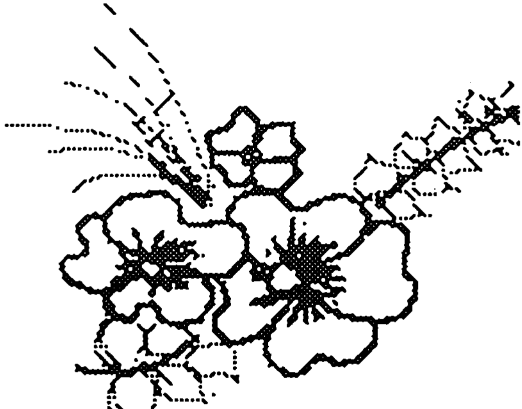

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় খন্ড

প্রথম অধ্যায়

অযুর বিবরণ

অযু শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ

অযু (وضوء) শব্দের আভিধানিক অর্থ– পরিচ্ছন্ন হওয়া, হাত মুখ ধৌত করা।

অযু শব্দের পারিভাষিক অর্থ ঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পবিত্র পানি দ্বারা কতিপয় বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করাকে অযু বলে।

অযুর গুরুত্ব ও ফযীলত

অযু ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না এবং কুরআনে পাক স্পর্শ করা যায় না। অযুর মহত্ব ও গুরুত্ব অনেক। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে অযুর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) ও হাদীস শরীফে অযুর গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

- অযু সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط (المائدة)

হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করো। (আল্ মায়েদা)

পবিত্র কুরআনে অযুর ফযীলত বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

www.bjilibrary.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

হাদীস শরীফে এসেছে–

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন–اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা ঈমানের অংশ বিশেষ।

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ–পবিত্রতা নামাযের চাবিকাঠি।

لَاتُقْبَلُ الصَّلٰوةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ – পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না।

মহানবী (স) অযুর ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করতে গিয়ে আরো বলেন–

"কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের পরিচয় এই যে, তাদের কপাল ও অযুর অংশগুলো নূরের আলোতে চমকাতে থাকবে। যে লোক তার নূর বাড়াতে চায় সে তা করুক। (বোখারী ও মুসলিম)

আমি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের লোকদেরকে চিনে ফেলবো। কোন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে, হে আল্লাহর রাসূল? নবী (স) বলেন এ জন্য তাদেরকে চিনতে পারব যে, অযুর বদৌলতে আমার উম্মতের মুখমন্ডল এবং হাত-পা উজ্জ্বলতায় ঝক্‌ঝক্ করবে.।

যে ব্যক্তি আমার বলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ভালভাবে অযু করবে এবং অযুর পরে এ কালেমা শাহাদাত পড়বে—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর সে যে দরজা দিয়ে খুশী জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন—

অযু করার কারণে ছোট খাটো গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় এবং অযুকারীকে আখেরাতে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয় ও অযুর দ্বারা শরীরের সমস্ত গুনাহ্ ঝড়ে যায়। (বোখারী ও মুসলিম)

তোমাদের সকল আমলের মধ্যে নামায উৎকৃষ্টতম এবং অযুর পুরোপুরি রক্ষণাবেক্ষণ তো শুধু মুমেনই করতে পারে। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, ইবনে মাজাহ্)

www.bjilibrary.com

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা ও হাদীসে নববীর আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, অযুর গুরুত্ব ও ফযীলত কত বেশী। আল্লাহ্ আমাদেরকে যথাযথভাবে অযুর হক আদায় করার তৌফিক দিন।

অযু কেন করতে হবে

আমাদের দেহ নানা কারণে নাপাক হতে পারে। এ নাপাকী দু'প্রকার।

১। হদসে আকবর (বড় নাপাকী)

২। হদসে আসগর (ছোট নাপাকী)

হদসে আকবর বা বড় নাপাকী হলে গোসল করা ফরয। আর হদসে আসগর বা ছোট নাপাকী হলে অযু করতে হবে।

হদসে আসগর নিম্নরূপ ঃ

১। নিদ্রা যাওয়া। ২। পেশাব পায়খানা করা।

৩। মুখ ভরে বমি করা। ৪। পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ক্রিমি, বায়ু বা অন্য কিছু বের হওয়া।

এ ধরনের কোন কিছু হয়ে গেলেই অযু করে পাক হতে হয়।

অযুর সুন্নত তরীকা ঃ

অযু করার প্রথমে মনে মনে এ নিয়ত করবে যে, আমি শুধু আল্লাহকে খুশী করার জন্যে এবং তাঁর কাছ থেকে আমলের প্রতিদান পাবার জন্যে অযু করছি। তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে অযু শুরু করবে এবং দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَ وَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

"হে আল্লাহ! আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার বাসস্থান আমার জন্যে প্রশস্ত করে দাও এবং রুযীতে বরকত দাও। (নাসায়ী)

হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, আমি নবী (স)-এর জন্যে অযুর পানি আনলাম। তিনি অযু করা শুরু করলেন। আমি শুনলাম যে, তিনি অযুতে এ দোয়া পড়ছিলেন- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ -হে আল্লাহ্ আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল। আপনি এ দোয়া পড়ছিলেন? তিনি বললেন আমি দ্বীন ও দুনিয়ার কোন জিনিস তাঁর কাছে চাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

www.bjilibrary.com

অযুর শুরুতে অন্য দোয়াও পড়া যায়। নিয়ত ও দোয়ার পরে ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। অতপর উত্তমরূপে মিছওয়াক করবে। হাদীস শরীফে মিসওয়াকের অসংখ্য উপকারিতা ও সওয়াব বর্ণিত হয়েছে।

"মিসওয়াক না করে অযু করে ৭০ রাকাত নামায পড়লে যে সাওয়াব হয়, মিছওয়াক করে অযু করে নামায পড়লে তার চেয়েও অধিক সাওয়াব হয়।" অর্থাৎ মিসওয়াকের কারণে ৭০ গুনের বেশী সাওয়াব বেড়ে যায়। এছাড়া দাঁত, মুখ তথা সমস্ত দেহের স্বাস্থ্যগত যে উপকার সাধিত হয় তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়।

কোন সময়ে মিসওয়াক না থাকলে শাহাদাত অঙ্গুল দিয়ে ভাল করে ঘষে দাঁত সাফ করতে হবে। রোযা না থাকলে তিনবার গড়গড়া কুলি করে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পানি পৌছাতে হবে। রোযা থাকা অবস্থায় গড়গড়া কুলি করবেনা, কারণ তাতে গলার মধ্যে পানি প্রবেশ করে রোযা নষ্ট করে দিবে। তারপর তিনবার এমন ভাবে নাকে পানি দেবে যেন নাসিকার ভেতরে পানি পৌছে। নাকে পানি দেয়ার নিয়ম হলো– ডান হাতে নাকে পানি দিবে এবং বাম হাতে নাক পরিষ্কার করবে। প্রত্যেকবারই নাকে নতুন পানি দিতে হবে। তারপর দুইহাতের তালু ভরে পানি সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে ধৌত করতে হবে যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুকনো না থাকে। দাড়ি ঘন হলে তার মধ্যে খেলাল করতে হবে যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছে যায়। মুখমন্ডল ধোয়ার সময় নিম্নের দোয়াটি পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

"হে আল্লাহ আমার মুখ সেদিন উজ্জ্বল করে দিও যেদিন কিছু লোকের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু লোকের মুখ মলিন হবে।

তারপর দু হাত কনুই পর্যন্ত উত্তমরূপে ধৌত করবে। প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত তিন তিন বার করে ধুয়ে নিবে। হাতে আংটি থাকলে এবং মেয়েদের হাতে চুড়ি–গয়না থাকলে তা নাড়াচাড়া করতে হবে যেন সবখানে পানি পৌছে যায়। এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে খেলাল করবে।

তারপর দু'হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মাসেহ করবে। তারপর দু'হাতের মাসেহ শেষে দু'পা টাখনু পর্যন্ত তিন তিন বার নিম্নোক্তভাবে ধৌত করবে। ডান হাতে পানি ঢালবে এবং বাম হাত দিয়ে ঘষে নিবে। বাম হাতের ছোট আঙ্গুল দিয়ে উভয় পা খেলাল করতে হবে। ডান পায়ে খেলাল ছোট আঙ্গুল থেকে শুরু করে বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত এবং বাম পায়ে বুড়ো আঙ্গুল থেকে ছোট আঙ্গুল পর্যন্ত শেষ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

অযুর কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা করতে হবে, থেমে থেমে যেন না হয়।

অযু শেষ করে আসমানের দিকে মুখ করে তিনবার এ দোয়া পড়তে হয়–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (স) তার বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ্ আমাকে ঐ সব লোকের মধ্যে শামিল কর যারা বেশী বেশী তাওবাকারী এবং আমাকে ঐ সব লোকের মধ্যে শামিল কর যারা বেশী বেশী পাক পবিত্র থাকে।

অযুর হুকুম

✪ যে যে অবস্থায় অযু ফরয হয় ঃ

১. প্রত্যেক নামাযের জন্যে অযু ফরয।

২. মৃত ব্যক্তির জানাযা নামাযের জন্য অযু ফরয।

৩. সিজদাহ্ তেলাওয়াতের জন্যে অযু ফরয।

✪ যে যে অবস্থায় অযু ওয়াজিব ঃ

১. বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফের জন্যে অযু করা ওয়াজিব।

২. পবিত্র কুরআন স্পর্শ করার জন্যে অযু করা ওয়াজিব।

✪ যে যে অবস্থায় অযু সুন্নাত ঃ

১. ঘুম যাওয়ার পূর্বে অযু করা সুন্নাত।

২. গোসল করার পূর্বে অযু করা সুন্নাত।

✪ যে যে অবস্থায় অযু মুস্তাহাব ঃ

১. সব সময় অযুতে থাকার নিয়তে অযু করা মুস্তাহাব।

২. আযানের জন্যে অযু মুস্তাহাব।

www.bjilibrary.com

৩. জুমার খুতবা অথবা বিবাহের খুতবার জন্যে অযু করা মুস্তাহাব।

৪. আল্লাহর যিকিরের জন্যে অযু করা মুস্তাহাব।

৫. দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্যে অযু করা মুস্তাহাব।

৬. মৃত ব্যক্তির গোসলের পর অযু করা মুস্তাহাব।

৭. ঘুম থেকে ওঠার পর অযু করা মুস্তাহাব।

৮. আরাফা ময়দানে অবস্থানের জন্যে অযু করা মুস্তাহাব।

৯. নবী করীম (স) এর রওযা মুবারক যিয়ারতের জন্যে অযু করা মুস্তাহাব।

১০. সাফা ও মারওয়া সায়ী করার জন্যে অযু করা মুস্তাহাব।

১১. অপবিত্র অবস্থায় খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হলে অযু করে নেয়া মুস্তাহাব।

১২. হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অযু করা মুস্তাহাব।

অযুর ফরযসমূহ

অযুর ফরয ৪টি ঃ

১. মুখমন্ডল ধৌত করা।

২. দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩. মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা।

৪. টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা।

অযুর সুন্নাতসমূহ

অযুর সুন্নাত ১৫টি ঃ

১. আল্লাহর খুশি ও সওয়াবের নিয়ত করা।

২. বিস্‌মিল্লাহ বলে অযু শুরু করা।

৩. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করা।

৪. মিসওয়াক করা।

৫. ৩বার কুলি করা।

৬. নাকের ভিতর ৩বার পানি দেয়া।

৭. ৩ বার গড়গড়া করা।

www.bjilibrary.com

৮. কান মাসেহ করা।

৯. মাথার সমস্ত অংশ মাসেহ করা।

১০. হাত পায়ের আংগুলসমূহ মাসেহ করা।

১১. অযু করার সময় এক অংগ ধৌত করে অন্য অংগ ধৌত করতে বিলম্ব না করা।

১২. প্রত্যেক অংগ ৩ বার ধৌত করা।

১৩. দাড়ি ৩ বার খেলাল করা।

১৪. তরতীবমত অযু করা।

১৫. অযুর শেষে দোয়া পাঠ করা।

অযুর মুস্তাহাবসমূহ

অযুর মুস্তাহাব ১৬টি ঃ

১. কেবলার দিকে মুখ করে অযু করা।

২. ডান দিক থেকে অযু শুরু করা।

৩. উঁচু স্থানে বসে অযু করা।

৪. ঘাড় মাসেহ করা।

৫. নামাযের ওয়াক্তের পূর্বে অযু করা।

৬. অযুর সময় অপরের সাহায্য না নেয়া।

৭. ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

৮. অযুর অংগ প্রত্যঙ্গ ঘষে মেজে ধৌত করা।

৯. বাম হাতের সাহায্যে নাক সাফ করা।

১০. অলংকারাদি নেড়ে ধৌত করা।

১১. অংগ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় মাসনুন দোয়া পাঠ করা।

১২. দুই কান মাসেহ করা।

১৩. পায়ে ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাতে ধৌত করা।

১৪. পানি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করা।

১৫. অযুর শেষে আসমানের দিকে তাকিয়ে দরুদ শরীফ ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করা

১৬. অযু শেষে অযুর অবশিষ্ট পানি থেকে পান করা।

www.bjilibrary.com

অযুর মাকরূহসমূহ

অযুর মাকরূহ ৯টি ঃ

১. অযুর মুস্তাহাব ছেড়ে দেয়া।
২. অঙ্গাদির উপর জোরে জোরে পানি নিক্ষেপ করা।
৩. অপবিত্র জায়গায় বসে অযু করা।
৪. অযুর অংগসমূহ ৩ বারের অধিক ধৌত করা।
৫. অযুর সময় কথা বলা।
৬. বাম হাতের সাহায্যে মুখে পানি দেয়া।
৭. অযুর পরে হাতে থাকা পানি ছিটানো।
৮. নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাসেহ্ করা।
৯. বিনা কারণে অযুর মধ্যে ঐসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করা যা জরুরী নয়।

অযু ভংগের কারণসমূহ

অযু ভংগের কারণ ঃ

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন তরল পদার্থ বের হলে।
২. শরীর থেকে রক্ত-পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে গেলে।
৩. বেহুশ হলে।
৪. মাতাল হলে।
৫. পাগল হলে।
৬. মুখ ভরে বমি করলে।
৭. নিদ্রা গেলে।
৮. নামাযের মধ্যে এমনভাবে হাসলে যাতে দাঁত বের হয়।
৯. নারী ও পুরুষের গুপ্তাংগ একত্রিত করলে।
১০. পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ু নিঃসরণ হলে।
১১. নামাযের মধ্যে অট্টহাসি হাসলে।

যে সব কারণে অযু নষ্ট হয় না ঃ

১. নামাযে ঘুম আসলে।
২. ঠেস ব্যতীত ঘুমালে।
৩. বসে বসে ঝিমুলে।

www.bjilibrary.com

৪. জানাযায় অট্টহাসিতে।

৫. নাবালকের অট্টহাসিতে।

৬. মেয়েলোকের স্তন থেকে দুধ বের হলে।

৭. নামাযে মুসকি হাসিতে।

৮. সতর খুলে গেলে।

৯. অন্যের সতর দেখলে।

১০. যখম থেকে রক্ত বেরিয়ে গড়িয়ে না গেলে।

১১. অযুর পর চুল কাটলে।

১২. শরীর থেকে পোকা বের হলে।

১৩. মুখ, নাক, কান দিয়ে পোকা বের হলে।

১৪. কাশি থুথু বের হলে।

১৫. স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে চুমো দিলে।

১৬. ঢেকুর উঠলে।

১৭. মিথ্যা কথা বললে ও গিবত করলে

১৮. অযু অবস্থার মহিরাকে কোন বেগানা পুরুষ দেখে ফেললে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোসলের বিবরণ

গোসলের আভিধানিক অর্থ ঃ গোসল আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ধৌত করা বা ধুয়ে ফেলা।

গোসলের পারিভাষিক অর্থ ঃ শরীয়তের বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী নাপাকী থেকে পাক হওয়া এবং সওয়াবের আশায় সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসল সম্পর্কে কয়েকটি কথা ঃ

১. পর্দার আড়ালে গোসল করতে হবে, যাতে পর পুরুষ বা পর স্ত্রীর নজরে না পড়ে।

www.bjilibrary.com

২. পর্দার আড়ালে গোসল করা সম্ভব না হলে লুংগি বা কোন কাপড় পরিধান করে গোসল করবে। যদি কোন কাপড় না থাকে তাহলে আঙ্গুল দিয়ে চারদিকে রেখা টেনে বিসমিল্লাহ্ বলে বসে বসে গোসল করবে।

৩. গোসলখানায় অথবা খোলা স্থানে গোসল করার সময় কাপড় পরে গোসল করতে হবে।

৪. মেয়েদের উচিত সর্বদা বসে গোসল করা। তবে কেউ যদি কোন রোগ বা অসুবিধার কারণে বসতে না পারে, তাহলে দাঁড়িয়ে গোসল করবে।

৫. পুরুষগণ লুংগি বা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে গোসল করতে পারে। তবে উলংগ অবস্থায় পুরুষেরা বসে বসে গোসল করবে।

৬. গোসলের সময় কথাবার্তা বলা উচিত নয়। বিশেষ প্রয়োজন হলে কথা বলতে পারবে।

৭. প্রয়োজনবশতঃ উলংগ হয়ে গোসল করা অবস্থায় কেবলামুখী হওয়া যাবে না।

৮. সর্বদা পাক-সাফ স্থানে গোসল করতে হবে। অপবিত্র স্থানে গোসল করলে শরীরে নাপাক পানির ছিটা এসে শরীরকে অপবিত্র করে দিবে।

৯. গোসল খানায় পেশাব পায়খানা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১০. গোসলে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ব্যবহার করা উচিত। কম বা বেশী পানি ব্যবহার করা মাকরূহ।

১১. গোসলের সময় অযুর দোয়া পড়া মাকরূহ। সংক্ষেপে শুধু বিস্‌মিল্লাহ বলে গোসল করতে হয়।

গোসলের সুন্নত তরীকা

গোসলের সুন্নত তরীকা বা পদ্ধতি এই যে, প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা এবং নিয়ত করা। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। অতপর লজ্জাস্থান ধোয়া এবং শরীরের কোথাও নাপাকী লেগে থাকলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করা। অতপর সাবান বা মাটি দিয়ে দু'হাত ভাল করে ধুয়ে অযু করবে। অযু করার সময় উত্তমরূপে গড়গড়া কুলি করে গলার মধ্যে পানি পৌঁছাতে হবে এবং নাকের ভেতরে পানি প্রবেশ করাতে হবে।

অযু করার পরে মাথায় তিনবার পানি ঢালবে। অতপর ডান কাঁধে তিনবার ও বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢেলে দিবে যাতে সমস্ত শরীর ভিজে যায়। অতপর পুরো

www.bjilibrary.com

শরীর ভালভাবে মর্দন করতে হবে। সাবান দিয়ে হোক বা খালি হাতে হোক। অর্থাৎ এমনভাবে শরীর মলতে হবে, যাতে শরীরের একটি পশমের গোড়াও শুকনা না থাকে ও শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সর্বশেষে গায়ে দু'বার পানি ঢেলে দিবে এবং পা'দুটোকে ধুয়ে ফেলবে। অতপর তোয়ালে বা গামছা দিয়ে শরীর ভালভাবে মুছে নিবে।

মহিলাদের গোসলের নিয়ম

পুরুষ এবং মহিলাদের গোসলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ইতিপূর্বে গোসলের যে সুন্নত তরীকা বর্ণিত হয়েছে মহিলাগণ সেভাবেই গোসল করবে। তবে চুলের খোঁপা ও বেনী এবং অলংকারের ব্যাপারে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. খোঁপা বা বেনী খোলা ব্যতীত যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়, তাহলে খোঁপা বা বেনী খুলতে হবে না। তবে মাথার চুল যদি বেশী ঘন হয় এবং শক্ত করে বাঁধা থাকে আর তা না খুললে যদি চুলের গোড়ায় পানি না পৌছে তাহলে অবশ্যই চুল খুলে গোসল করতে হবে।

২. চুল যদি খোলা থাকে তাহলে সব চুল গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে গোসল করবে, একটি চুলের গোড়া শুকনো থাকলেও গোসল হবে না।

৩. হাতের আংটি, গলাবন্ধ এবং ঐসব অলংকার যা ছিদ্র করে পরা হয়, যেমন– নাকফুল, কানের দুল প্রভৃতি তাহলে এসব অলংকার নাড়াচাড়া করে তার নীচে পানি পৌছাতে হবে।

গোসলের কতিপয় মাসয়ালা ঃ

১. কেউ যদি নাপাক শরীর নিয়ে নদী-নালা বা পুকুরে ডুব দেয় অথবা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার সমস্ত শরীরে যদি পানি প্রবাহিত হয়ে যায় সে কুলি করে ও নাকে পানি দেয় তাহলে তার গোসল আদায় হয়ে যাবে এবং সে পাক হয়ে যাবে।

২. মাথায় খুব ভাল করে তৈল মালিশ করা হয়েছে অথবা শরীরেও মালিশ করা হয়েছে এ অবস্থায় গোসল করলো, কিন্তু পানি শরীরের লোমকূপে ঢুকলোনা, পিছলে পড়লো, তাতে কোন ক্ষতি নেই। গোসল হয়ে যাবে।

৩. নখের মধ্যে আটা লেগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে অথবা অন্য সামগ্রী লাগানো হয়েছে তা উঠিয়ে না ফেললে নীচ পর্যন্ত পানি পৌছবেনা। এমতাবস্থায় তা উঠিয়ে না ফেললে গোসল হবে না।

www.bjilibrary.com

৪. রোগের কারণে মাথায় পানি দেয়া ক্ষতিকর হলে মাথা ব্যতীত সমস্ত শরীরে পানি দিলে গোসল হয়ে যাবে।

৫. গোসল করার সময় কুলি করা হয়নি তবে মুখ ভরে পানি খেয়ে নিয়েছে যাতে পুরো মুখে পানি পৌছে গেছে। এতে গোসলের কোন ক্ষতি হয়নি বরং গোসল হয়েছে। কারণ কুলি করার উদ্দেশ্য হলো মুখের সবস্থানে পানি পৌছানো আর পানি খাওয়ার দ্বারা তা হয়ে গেছে।

গোসলের প্রকারভেদ

গোসল ৫ প্রকার।

১. ফরয গোসল। ২. ওয়াজিব গোসল। ৩. সুন্নত গোসল। ৪. মুস্তাহাব গোসল। ৫. মুবাহ গোসল।

নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

১। ফরয গোসল

- স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের পরে।
- সপ্নদোষ হলে।
- যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্য বের হলে।
- হায়েয-নিফাসের রক্ত বন্ধ হলে।
- কোন পুরুষের পুং লিঙ্গ কোন স্ত্রীলোক বা প্রাণীর অংগে প্রবেশ করালে।

স্বামী-স্ত্রীর সহবাস সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

স্বামীর পুংলিঙ্গ স্ত্রীর যোনিপথে প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক।

স্বপ্নদোষ ঃ

বিশেষ করে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। আর এটা রাতেও হতে পারে দিনেও হতে পারে। স্বপ্নদোষের পরে যদি বীর্যপাত হয় তাহলে গোসল ফরয হবে আর যদি বীর্যপাত না হয়ে থাকে, তাহলে গোসল করা ফরয নয়। তবে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত ঃ

কামভাবসহ পুরুষ বা নারীর বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়। বীর্যপাত অনেক প্রকারে হতে পারে ঃ

www.bjilibrary.com

✪রাতে বা দিনে স্বপ্নদোষ হলে স্বপ্নে কিছু দেখে হোক বা না দেখে হোক।

✪কোন পুরুষ, কোন নারী অথবা কোন প্রাণীর সাথে সহবাসে বীর্যপাত হলে।

✪ চিন্তা ধারণার মাধ্যমে অথবা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন গল্প উপন্যাস পাঠ করে।

✪ হস্তমৈথুন বা অন্য কোন উপায়ে বীর্যপাত হলে।

মোট কথা যেমন করেই হোক যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয হবে।

মাসয়ালা

১. কোন ব্যক্তির যে কোন উপায়ে কিছুটা বীর্য বের হলো এবং সে ব্যক্তি গোসল করলো তারপর আবার কিছু বীর্য বের হলো। এ অবস্থায় তার প্রথম গোসল বাতিল হবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তার গোসল করতে হবে।

২. কোন ব্যক্তি যদি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নদোষে যৌন আস্বাদ উপভোগ করে কিন্তু ঘুম থেকে উঠার পরে পরনের কাপড়ে বা বিছানায় কোন চিহ্ন দেখতে না পায়, তাহলে তার গোসল ফরয হবে না।

৩. ঘুম থেকে ওঠার পরে কেউ দেখলো তার কাপড়ে বীর্য লেগে আছে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে না, এ অবস্থায় গোসল ফরয হবে।

৪. ঘুমের মধ্যে যৌন আস্বাদ পাওয়া গেছে কিন্তু কাপড়ে যে চিহ্ন বা ভিজা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত যে, তা বীর্য নয়, মযী বা অদী, তাহলে সকল অবস্থায় গোসল ফরয হবে।

৫. কারো খাতনা হয় নি, এরূপ লোকের বীর্য বের হয়ে চামড়ার মধ্যে রয়ে গেছে, তাহলেও গোসল ফরয হবে।

৬. কেউ যে কোন উপায়ে যৌন আস্বাদ উপভোগ করেছে কিন্তু ঠিক বীর্যপাতের সময় লিংগ চেপে ধরে বীর্য বাইরে আসতে দেয় নি। তারপর চরম আনন্দ শেষ হওয়ার পর বীর্য বের হলো, এ অবস্থায় গোসল ফরয হবে।

হায়েজ-নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়া

হায়েয-নিফাসের রক্ত আসা বন্ধ হলে গোসল করা ফরয। হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো তিন দিন তিন রাত আর সর্বোচ্চ মুদ্দত দশ দিন দশ রাত। অতএব কোন মহিলার তিন দিন তিন রাত অথবা দশ দিন দশ রাত বা তার মাঝামাঝি যে

www.bjilibrary.com

কোন সময় হায়েযের রক্ত আসা বন্ধ হলে তার উপর গোসল করা ফরয। তিন দিনের কম রক্ত আসলে গোসল ফরয হবে না। দু' হায়েযের মধ্যে পাক থাকার সময় কম পক্ষে পনের দিন। এক হায়েয বন্ধ হওয়ার পর ১৫ দিনের পূর্বে রক্ত আসলে তাও হায়েয হবে না এবং গোসল করাও ফরয নয়।

নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত ৪০ দিন ৪০ রাত। নিম্নে কোন ধরা বাঁধা হিসাব নেই। যার যার অভ্যাস অনুযায়ী নীচের দিকের হিসাব ধরা হয়ে থাকে। বাচ্চা অর্ধেক বের হয়ে আসার পর থেকে নিফাস শুরু হয়। এর পূর্বে যে রক্ত আসে তা নিফাস নয়। আবার ৪০ দিন ৪০ রাতের পরে যে রক্ত আসে তাও নিফাস নয়। বাচ্চা প্রসবের পরে কোন মেয়েলোকের যদি মোটেই রক্ত না আসে তাহলে মনে করতে হবে যে, তার নিফাস নেই। কিন্তু সাবধানতার জন্য তাকে ফরয গোসল করতে হবে।

যাদের নিফাস আসার নির্দিষ্ট অভ্যাস আছে, তাদের ঐ অভ্যাস অনুযায়ী নিফাসের রক্ত আসা বন্ধ হলে গোসল করা ফরয।

কোন পুরুষের অংগ কোন স্ত্রীলোক বা কোন প্রাণীর অংগে প্রবেশ করানো

পুরুষের পুংলিঙ্গ যদি কোন মানুষের গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করে তাহলে গোসল ফরয হবে। এ মানুষ নারী হোক, পুরুষ হোক মুখান্নাস বা হিজরা হোক, দেহের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে হোক, পায়খানার রাস্তা দিয়ে হোক, বীর্য বের হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় গোসল করা ফরয। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে এবং যার উপর এরূপ করা হবে, উভয়ে বালেগ ও সজ্ঞান হলে উভয়ের উপর গোসল করা ফরয। অথবা দু'জনের মধ্যে যে বালেগ বা সজ্ঞান হবে শুধু তার উপর গোসল ফরয হবে।

✪ কোন মেয়েলোক যদি যৌন উত্তেজনায় অধীর হয়ে কোন উত্তেজনাহীন পুরুষের অথবা কোন পশুর বিশেষ অংগ অথবা কোন বস্তু তার বিশেষ অংগে প্রবেশ করায় তাহলে তার বীর্যপাত হোক বা না হোক গোসল ফরয হবে।

✪ খাসি করা পুরুষের পুরুষাঙ্গ যদি কোন নারী বা পুরুষের দেহে প্রবেশ করে তবুও গোসল ফরয হবে।

✪ কোন পুরুষ যদি তার পুংলিঙ্গ কাপড় রবার অথবা অন্য কিছু দ্বারা জড়িয়ে কারো অংগে প্রবেশ করায় তাহলে গোসল ফরয হবে।

www.bjilibrary.com

যে সকল কারণে গোসল ফরয হয় না

✪ মযী, অদী এবং ইস্তেহাযার রক্ত বের হলে গোসল ফরয নয়।

✪ পুংলিঙ্গের মাথার কম পরিমাণ ভেতরে প্রবেশ করলে গোসল ফরয হয়না।

✪ স্ত্রীলিঙ্গে পুরুষের বীর্য সহবাস ব্যতীত অন্য উপায়ে প্রবশ করালেও গোসল ফরয হবে না।

✪ কারো নাভিতে পুরুষাংগ প্রবেশ করলেও গোসল ফরয হবে না।

২। ওয়াজিব গোসল

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ওয়াজিব। নাপাক শরীর নিয়ে কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব।

৩। সুন্নত গোসল

যে সকল কারণে গোসল সুন্নত তা হলো—

✪ শুক্রবার দিন জুমার নামাযের জন্য গোসল করা।

✪ দুই ঈদ অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযের জন্য গোসল করা।

✪ হজ্জ অথবা ওমরার ইহরামের জন্য গোসল করা।

✪ হাজীদের আরাফাতের দিনে বেলা পড়ার পর গোসল করা।

৪। মুস্তাহাব গোসল

নিম্নলিখিত কারণে গোসল করা মুস্তাহাব ঃ

✪ ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল করা।

✪ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পরে গোসল দানকারীর গোসল করা।

✪ মস্তিষ্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা দূর হওয়ার পর গোসল করা।

✪ শবে-ক্বদর ও শবে-বরাতের রাতে গোসল করা।

✪ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোসল করা।

✪ সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায পড়ার জন্য গোসল করা।

✪ মুযদালিফায় অবস্থানের জন্যে ১০ তারিখের ফজর বাদে গোসল করা।

✪ পাথর মারার সময় গোসল করা।

✪ কোন গুনাহ্ থেকে তাওবা করার জন্যে গোসল করা।

www.bjilibrary.com

✪ কোন দ্বীনি মাহফিল বা অনুষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে এবং নতুন পোশাক পরার পূর্বে গোসল করা।

✪ সফর থেকে বাড়ী পৌছার পর গোসল করা।

৫। মুবাহ্ গোসল

✪ ধুলাবালি ময়লা থেকে শরীর রক্ষা করার জন্যে,

✪ গরমের তাপ থেকে শরীর রক্ষা করে ঠান্ডা করার জন্যে,

✪ ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করে সু-স্বাস্থ্য লাভের জন্যে গোসল করা মুবাহ্।

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয ৩টি। যথা—

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা। যাতে পুরো মুখে এবং কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পানি পৌছে উত্তমরূপে ধৌত হয়ে যায়।

২. নাকের ভিতরে শক্ত হাড্ডি পর্যন্ত পানি পৌছিয়ে উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করা।

৩. সমস্ত শরীর উত্তমরূপে পানি দ্বারা ধৌত করা, যাতে প্রতিটি পশমের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌছে যায়।

গোসলের সুন্নাত

গোসলের সুন্নত ৬টি।

১. তিনবার গড়গড়ার সাথে কুলি করা।

২. নাকের ভিতর তিনবার পানি পৌছানো।

৩. প্রথম লজ্জাস্থান ধৌত করে তারপরে শরীর ভালরূপে মর্দন করা।

৪. দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

৫. মিসওয়াক করা।

৬. সারা শরীর তিনবার পানি দিয়ে ধৌত করা

গোসলের মুস্তাহাব

১. পর্দার আড়ালে গোসল করা।

২. গোসলের সময় কথা না বলা। তবে, অত্যাবশ্যকীয় কথা বলতে পারবে।

www.bjilibrary.com

৩. প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে পানি ঢালা

৪. পাক পবিত্র স্থানে গোসল করা।

৫. কেবলামুখী হয়ে গোসল করা।

৬. গোসলে অন্য লোকের সাহায্য না লওয়া ও উঁচু স্থানে গোসল করা।

৭. বসে বসে গোসল করা।

৮. পানি ব্যবহারে অপচয় না করা।

৯. গোসলের পর তোয়ালে বা গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলা।

১০. গোসলের পর দু'রাকাত নামায পড়া।

তৃতীয় অধ্যায়

তায়াম্মুমের বিবরণ

পবিত্রতা অর্জনের আসল মাধ্যম হল পানি যা আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ করুণায় বান্দাদের জন্য সহজলভ্য করেছেন। তথাপি এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে কোন স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পানি ব্যবহার করলে ভীষণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এসব অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর মেহেরবাণী করে পবিত্র মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দান করেছেন। পবিত্র কুরআনের বাণী–

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (المائدة - ٦)

অনুবাদ ঃ আর তোমরা যদি পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তাতে হাত মেরে মুখমন্ডল এবং হাত দুটির উপর মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং চান যে তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিবেন যাতে তোমরা শোকরগুজার বান্দা হতে পার। (মায়েদাহ্ ঃ ৬)

www.bjilibrary.com

তায়াম্মুমের অর্থ

আভিধানিক অর্থ ঃ অভিধানে তায়াম্মুম শব্দের অর্থ হল ইচ্ছা করা, ধারণা করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ ফিকাহের পরিভাষায় তায়াম্মুমের অর্থ হল পবিত্র মাটি দ্বারা নাজাসাতে হুকমী হতে পাক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা।

তায়াম্মুমের শর্তসমূহ

১. পানি পাওয়া না গেলে।

২. পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে।

৩. নিজের কাছে যে পানি আছে তা দিয়ে অযু করলে পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকলে।

৪. কূপ থেকে পানি উঠাতে না পারলে।

৫. পানি অনায়াসে ক্রয় করতে না পারলে।

৬. যে নামাযের কাযা নেই সে নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে, যেমন– জানাযা, ঈদের নামায।

তায়াম্মুমের সুন্নত তরীকা

'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' বলে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে। নিয়ত করার সময় প্রথমেই এরূপ ধারণা করতে হবে যে, অপবিত্রতা দূর করার জন্যে আমি তায়াম্মুম করছি। আরবীতেও নিয়ত করা যায়।

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاِسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى .

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফ্‌ইল হাদাছি ওয়া ইস্‌তিবাহাতাল লিছ্‌ছালাতি ওয়া তাকাররুব্বান ইলাল্লাহি তা'আলা।

অর্থ ঃ আমি নাপাকি দূর করার জন্যে, শুদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্যে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে তায়াম্মুম করছি।

নিয়ত করার পরে দু'হাতের তালু একটু প্রসারিত করে ধীরে ধীরে পাক মাটির উপর মারবে। বেশী ধূলাবালি হাতে লেগে গেলে ঝেড়ে নিয়ে অথবা মুখ দিয়ে ফুঁক

www.bjilibrary.com

দিয়ে ফেলে দিবে। অতপর দু'হাত দিয়ে এমনভাবে সমস্ত মুখমন্ডল মর্দন করবে যাতে চুল পরিমাণ স্থান বাদ না পড়ে। দাড়ি ও খিলাল করতে হবে।

তারপর দ্বিতীয়বার এভাবে মাটির উপর হাত মেরে প্রথমে বাম হাতের চার আঙ্গুলের মাথার নিম্নভাগ দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের উপর থেকে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর বাম হাতের তালু কনুইয়ের উপরের অংশের উপর মর্দন করে হাতের পিঠের উপর দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে। এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মর্দন করবে। হাতে ঘড়ি অথবা আংটি থাকলে তা সরিয়ে রেখে তার নীচেও মর্দন করা জরুরী।

তায়াম্মুমের ফরযসমূহ

তায়াম্মুমের ফরয ৩ টি। যথা–

১. নিয়ত করা

২. মুখমন্ডল মাসেহ করা

৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নত সমূহ ঃ

১. তায়াম্মুমের প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা।

২. প্রথমে মুখমন্ডল মাসেহ করা এবং তারপর দু'হাত পর্যায়ক্রমে মাসেহ করা।

৩. পাক মাটির উপর হাতের ভেতর দিক মারা, পিঠের দিক নয়।

৪. হাত মাটিতে মারার পর মাটি ঝেড়ে ফেলা।

৫. মাটিতে হাত মারার সময় আঙ্গুল প্রসারিত রাখা, যাতে ভেতরে ধুলা পৌঁছে যায়।

৬. কমপক্ষে তিন আঙ্গুল দিয়ে মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করা।

৭. প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত মাসেহ করা।

৮. মুখমন্ডল মাসেহ করার পর দাড়ি খেলাল করা।

যে সব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয

১. পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম জায়েয। মাটি জাতীয় সকল বস্তু দিয়েও তায়াম্মুম জায়েয। যে সকল বস্তু আগুনে পোড়ালে ছাই হয় না এবং নরম হয়ে গলে যায় না, মাটির মতই থাকে যেমন– সুরমা, চুন, ইট, পাথর, বালু, কংকর, মরমর পাথর ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

২. যে জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম নাজায়েয সে সকল বস্তুর উপর ধুলা বালু এত পরিমাণ জমা হয়ে আছে যার উপর হাত মারলে ধুলা বালু উড়ে যায়, অথবা রেখা টানলে দাগ পড়ে তাহলে এ ধুলা বালুর সাহায্যে তায়াম্মুম জায়েয। যেমন– চেয়ার টেবিলের উপরে জমে থাকা ধুলাবালি, কাপড়ের থানের উপর, বই-পুস্তকের উপর জমে থাকা ধুলাবালি ইত্যাদি।

৩. মাটির তৈরী জিনিস যেমন– ইট-পাথর, মাটির তৈরী পাত্র ইত্যাদি যদি পানিতে ধৌত করা হয় তাতে যদি ধুলা বালু না থাকে তবুও তায়াম্মুম জায়েয হবে।

যে বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম না জায়েয

যে সব জিনিস মাটি জাতীয় নয়। যা আগুনে পোড়ে ছাই হয়ে যায়, অথবা গলে নরম হয়ে যায়। যেমন— লোহা, কাঠ, সোনা, তামা, পিতল, কাঁচ, রং এবং সকল ধাতব দ্রব্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয নাই।

যে সব জিনিসে তায়াম্মুম নষ্ট হয়

১। যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করা হয়; তাহলে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়াম্মুম নষ্ট হবে।

২। কোন ব্যক্তি যদি রোগের কারণে তায়াম্মুম করে, তবে যখন তার রোগ ভাল হবে তখন তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

৩। পানির স্থানে শত্রু বা হিংস্র জন্তু, সাপ, বিচ্ছু থাকার কারণে তায়াম্মুম করা হলে, যখনই এ সকল বিপদজনক বস্তু দূর হবে তখনই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

৪। কোন ব্যক্তি পানি নেই মনে করে তায়াম্মুম করে নামায পড়া শুরু করল ; নামায শেষে দেখল পানি আছে– তাহলে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে। অযু করে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

৫। কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে নৌকা বা জলযানে করে পানির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে নিদ্রিত ব্যক্তির তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

৬। কোন ব্যক্তির সংগে পানি আছে অথচ তার স্মরণ নাই, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করার পর স্মরণ হল তার সাথে পানি আছে তখন তার তায়াম্মুম নষ্ট হবে এবং অযু করে নামায আদায় করতে হবে।

৭। নামাযের মধ্যেও পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুমকারীর তায়াম্মুম নষ্ট হবে, কিন্তু ঈদ ও জানাযার নামায তায়াম্মুম করে শুরু করলে সে নামায আদায় হবে। সে ক্ষেত্রে তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

www.bjilibrary.com

৮। তায়াম্মুম করে যদি কেউ নামায শুরু করে এবং ঐ নামাযে উচ্চশব্দে হাসে তখন হাসির কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে।

৯। কোন ব্যক্তি যদি একই নিয়তে অযুর তায়াম্মুম ও গোসলের তায়াম্মুম করে আর যদি অযু নষ্ট হওয়ার কারণ ঘটে তখন অযুর তায়াম্মুম নষ্ট হবে, কিন্তু গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবে না। যেমন নামাযের মধ্যে উচ্চ শব্দে হাসলো।

যদি গোসল করা ফরজ হয় এমন কোন কারণ ঘটলো তখন গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবে।

১০। কোন তায়াম্মুমকারী মুসাফির ব্যক্তি যদি এ পরিমাণ পানি পায় যাতে মাত্র একবার করে অযুর অংগ ধুতে পারে তাহলে তার তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে। মাত্র একবার ধৌত করা অযুর মাধ্যমে নামায আদায় করবে।

১১। কয়েকজন তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি যদি পানির নিকট হাজির হয়, আর সেখানে এক ব্যক্তির অযু করার মত পানি মওজুদ থাকে, তখন যদি পানির মালিক এই বলে ঘোষণা দেয় যে, যার খুশি অযু করতে পারেন। এমতাবস্থায় তায়াম্মুমকারী উপস্থিত সকলের অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

১২। কোন ব্যক্তি যদি রেল, বাস, অথবা বিমানে ভ্রমণ করে যে সে পানির অভাবে তায়াম্মুম অবস্থায় আছে। আর বাস, রেল, বিমান অথবা কোন যানের থেকে পানি দেখতে পায় তবুও তার তায়াম্মুম নষ্ট হবে না, কারণ সে পানি তার আওতার মধ্যে নয়।

১৩। মোটকথা যে সব কারণে অযু নষ্ট হয় সে সব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়, যে সব কারণে গোসল ফরয হয় সে সব কারণে অযুর বদলে তায়াম্মুম এবং গোসলের বদলে তায়াম্মুম উভয় নষ্ট হয়ে যায়।

তায়াম্মুমের অন্যান্য মাসায়েল

১। কোন ব্যক্তি পানির অভাবে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল। নামায আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পেয়ে গেল। সে ব্যক্তির ঐ নামায দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে না।

২। কোন ব্যক্তি যদি পানির অনুসন্ধান করে পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে ফেলে, অতপর জানতে পারে নিকটেই অযু করার মত পানি ছিল, সে ক্ষেত্রে তার তায়াম্মুম ও নামায নষ্ট হবে না।

৩। অক্ষমতার কারণে মানুষ তায়াম্মুম করবে এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম যথাযথভাবে পালন করবে। যেভাবে অযু গোসল দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় সেভাবে

www.bjilibrary.com

তায়াম্মুম দ্বারাও পবিত্র হওয়া যায়। মনে এ ব্যাপারে সামান্য দ্বিধাসংকোচ করা ঠিক নয়। কারণ এ সুযোগও মহান আল্লাহর দেয়া এক রহমত।

৪। অযু ও গোসলের জন্য আলাদা আলাদা তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি একই নিয়তে একবারের তায়াম্মুম দ্বারা অযুর তায়াম্মুম ও গোসলের তায়াম্মুম একত্রে সেরে নিতে পারবে।

৫। একই তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়া জায়েয।

৬। ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করা হলে তা দ্বারা ফরয, নফল, সুন্নাত সকল নামাযই আদায় করা যাবে।

৭। কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে ও কবরস্থানে যাওয়ার নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা দিয়ে নামায পড়া যাবে না।

৮। যে সকল নামাযের কাযা নেই সে সকল নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম দ্বারা তা পড়া যাবে। যেমন ঈদের নামায, জানাযা নামায, কসুফ ও খসুফের নামায ইত্যাদি।

৯। একই মাটির বস্তু দিয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তি বার বার তায়াম্মুম করতে পারবে।

১০। যদি কারো দুই পাত্র পানির একটিতে পবিত্র পানি অপরটিতে অপবিত্র পানি থাকে। আর যদি সে ব্যক্তি কোন্ পাত্রে পবিত্র পানি এবং কোন্ পাত্রে অপবিত্র পানি তা নির্ণয় করতে না পারে এক্ষেত্রে অযুর পরিবর্তে তাকে তায়াম্মুম করতে হবে।

১১। কোন ব্যক্তি যদি নিজের তায়াম্মুম নিজে করতে অক্ষম হয়, সে অন্যের সাহায্যে তায়াম্মুম করে পবিত্র হতে পারবে।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের পর পবিত্র হওয়ার বিধান

১। স্বামী-স্ত্রী মিলনের পর গোসল করে পবিত্র হতে হয়।

২। মিলনের পরে নিদ্রা যেতে হলে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করবে। অতপর ওমরূপে দু'হাত ধৌত করতে হবে এবং অযু অথবা তায়াম্মুম করে নিদ্রা যাবে।

৩। যদি স্ত্রী সহবাসের পর পরই গোসল করতে হয়, তখন পুরুষের হেঁটে চলে ভালভাবে লিঙ্গ ধুঁয়ে অযুর পর গোসল করে নিবে।

৪। মহিলারা স্বামী সহবাসের পর লজ্জাস্থানের ওপরিভাগ ভালভাবে ধুয়ে অযুর পর গোসল করবে।

www.bjilibrary.com

৫। কাপড় ও শরীরে যে যে স্থানে নাপাক লেগেছে তা প্রথমে পরিষ্কার করতে হবে।

৬। দাঁত খেলাল করে নিবে।

৭। রাতের আঁধারে গোসল করা উত্তম।

৮। কেউ দেখতে না পায় এমন স্থানে গোসল করতে হবে।

৯। কেব্‌লা মুখী হয়ে গোসল করা উচিত নয়।

১০। ফরয গোসলে কারো সাহায্য না লওয়া উত্তম।

১১। উঁচু স্থানে বসে গোসল করলে অযুর সাথেই পা ধোবে। পায়ের নিকট শরীরের গড়িয়ে যাওয়া পানি জমা হলে গোসলের স্থান থেকে সরে পা ধোবে।

১২। এতটুকু উঁচু স্থানে বসে গোসল করা উচিত যাতে শরীরের গড়িয়ে পড়া পানির ছিটা শরীরে না আসে।

১৩। রোযাদার ব্যক্তি সোব্‌হে সাদেকের সময় বা পরে গোসল করলে গর-গরা করে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে না এবং নাকের মধ্যেও পানি দিবে না। কেবল মাত্র আঙ্গুল ভিজিয়ে নাকের ময়লা পরিষ্কার করবে।

১৪। রোযাদার ব্যক্তি সোব্‌হে সাদেকের পূর্বে গোসল করলে নাকের ভিতর পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবে এবং গর-গরার সাথে কুলি করে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে পারবে।

১৫। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৬। বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে শরীরে পানি ঢালবে।

১৭। গোসলের মাসনূন তরীকা মত পানি ঢালবে।

১৮। গোসলের পর সমস্ত শরীর তোয়ালে বা রুমাল দ্বারা মুছে নিবে।

১৯। গোসলের পর কেব্‌লা মুখী হয়ে কাপড় পরিধান করা উচিত নয়।

২০। গোসলের পূর্বে অযু না করলে অযু করে দু'রাকাত নামায পড়বে।

২১। কাপড় নাপাক থাকলে সে কাপড় পরিবর্তন করে গোসল করা মুস্তাহাব।

২২। যে কাপড়ে নাপাক থাকে সে কাপড় দিয়ে গোসলের সময় শরীর মর্দন করা উচিত নয়।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ অধ্যায়

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে পঁচিশটি স্থানে পার্থক্য রয়েছে ঃ

পুরুষ	মহিলা
১. তাকবীর তাহ্রীমার সময় দু'হাত কান পর্যন্ত উঠাবে।	১. তাকবীর তাহ্রীমার সময় দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।
২. তাকবীর তাহ্রীমার সময় দু'হাত চাদর থেকে বের করে কান পর্যন্ত তুলবে।	২. তাকবীর তাহ্রীমার সময় দু'হাত চাদর বা কাপড়ের মধ্যে রেখেই কাঁধ বরাবর তুলবে।
৩. তাকবীর তাহ্রীমা বলে নাভির নীচে হাত বাঁধবে।	৩. তাকবীর তাহ্রীমা বলে বুকের উপর হাত বাঁধবে।
৪. হাত বাঁধার সময় ডান হাতের বৃদ্ধাংগুল ও কনিষ্ঠ আংগুল দ্বারা বাম হাতের কব্জিকে শক্ত করে ধরবে।	৪. হাত বাঁধার সময় বাম হাত বুকে রেখে তার উপর আস্তে করে ডান হাত রেখে নামায শুরু করবে। কিন্তু হাতের কব্জি ধরবে না।
৫. দু'পা কমপক্ষে ৪ আংগুল এবং বেশী হলে ১২ আংগুল পরিমাণ ফাঁক করে দাঁড়াবে।	৫. মহিলারা দু'পা স্বাভাবিক পরিমাণ ফাঁক করে দাঁড়াবে। পুরুষের মত ফাঁক করে দাঁড়াবে না।
৬. রুকু করার সময় এমনভাবে ঝুঁকতে হবে যেন মাথা পিঠ ও পাছা এক বরাবর হয়।	৬. রুকুর সময় দু'হাত শরীরের সংগে লাগিয়ে সামান্য পরিমাণ ঝুঁকবে যাতে হাতের আংগুলসমূহ হাঁটু পর্যন্ত পৌছে।
৭. রুকুর সময় হাতের উপর ভর করতে পারবে।	৭. রুকুর সময় হাতের উপর ভর দিবে না।
৮. রুকুর মধ্যে হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখবে।	৮. রুকুর মধ্যে হাতের আংলগুলো ফাঁক করে রাখবে না।
৯. রুকুর সময় হাঁটুর উপর হাত রেখে হাঁটুকে শক্ত করে ধরবে।	৯. রুকুর সময় হাঁটুর উপর হাত রাখবে কিন্তু হাঁটু শক্ত করে ধরবে না।
১০. রুকুর সময় কোমর পুরাপুরি ধনুকের মত বাঁকা করতে হবে।	১০. রুকুর সময় সামান্য পরিমাণ কোমর বাঁকা করবে।
১১. রুকুর সময় হাতের কনুইদ্বয় পাঁজরের থেকে ফাঁকে রাখতে হবে।	১১. রুকুর সময় কনুই পাজরের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে।
১২. সিজদার সময় পেট রান হতে এবং বাহু বগল হতে পৃথক রাখবে।	১২. সিজদার সময় পেট রানের সাথে, বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

www.bjilibrary.com

পুরুষ	মহিলা
১৩. সিজদার সময় কনুই মাটিথেকে উপরে রাখবে।	১৩. সিজদায়ের সময় কনুই মাটির সংগে বিছিয়ে রাখবে।
১৪. সিজদার সময় পায়ের আংগুলগুলো কেব্লার দিকে ফিরিয়ে তার উপর ভর দিয়ে পায়ের পাতা দু'খানা খাড়া রাখবে।	১৪. সিজদায়ের সময় উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।
১৫. সিজদার থেকে উঠে ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসবে।	১৫. সিজদা থেকে উঠে পায়ের উপর বসবে না; নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে বসবে। উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে রাখবে
১৬. তাশাহুদ পাঠকালে আংগুল সমূহ হাঁটুর উপর স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে। একদম মুক্ত করবেনা এবং একেবারে ছড়িয়েও দিবে না।	১৬. তাশাহুদ পাঠকালে দু' হাতের আংগুলসমূহ হাঁটুর উপর মিলিয়ে রাখবে।
১৭. নামাযের মধ্যে আকস্মিক কোন ঘটনা ঘটলে সুব্হানাল্লাহ বলবে।	১৭. নামাযের মধ্যে আকস্মিক কোন ঘটনা ঘটলে সুব্হানাল্লাহ বলবেনা। হাতে সামান্য আওয়াজ করবে বা তালি দিবে।
১৮. মহিলাদের ইমামতি পুরুষের করতে আপত্তি নেই।	১৮. পুরুষের ইমামতি মহিলাদের করা জায়েজ নেই।
১৯. পুরুষের নামাযে জামায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিব।	১৯. মহিলাদের নামাযের জামায়াত করা মাকরুহ।
২০. পুরুষের নামাযের জামায়াতে ইমাম সামনে দাঁড়াবে।	২০. মহিলাদের নামাযের জামায়াতে ইমাম মহিলা কাতারের মধ্যে দাঁড়াবে।
২১. পুরুষদের জামায়াতে প্রয়োজনে মুক্তাদি ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াতে পারবে।	২১. পুরুষের সাথে মহিলাদের নামায পড়তে হলে পুরুষ ইমামের পার্শ্বে না দাঁড়িয়ে পিছনে দাঁড়াতে হবে।
২২. পুরুষের জন্য জুমার নামায পড়া ফরয।	২২. মহিলাদের জন্য জুমা পড়া ফরয নয়। যদি কোন মেয়েলোক জুমা পড়ে তবে আদায় হয়ে যাবে।
২৩. পুরুষের জন্য দুই ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব।	২৩. মহিলাদের জন্য দুই ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব নয়।
২৪. ফজরের নামায আকাশ পরিষ্কার হলে পড়া মুস্তাহাব।	২৪. মহিলাদের জন্যে ফজরের নামায অন্ধকারে পড়া মুস্তাহাব।
২৫. পুরুষেরা তাকবীর উচ্চ শব্দে দেবে এবং যে নামাযে ক্বেরাত জোরে পড়তে হয় সে নামাযে ক্বেরাত জোরে পড়বে এবং যে নামাযে ক্বেরাত চুপে পড়তে হয় সে নামাযে ক্বেরাত চুপে পড়বে।	২৫. মহিলাগণ যখন একাকী নামায পড়বে তখন সব নামাযই নীরবে পড়বে। সূরা ক্বেরাত, তাকবীর, সালাম কোন কিছুই জোরে উচ্চারণ করবে না।

www.bjilibrary.com

পঞ্চম অধ্যায়

মহিলাদের পোশাকের বিবরণ

নামাযের মধ্যে মহিলাদের পোশাক

আল্লাহর বাণী—

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف ٣١)

"হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময় নিজেদের যীনাত (সৌন্দর্য) পোশাক গ্রহণ করো।" (আল আ'রাফ ঃ ৩১)

জাহেলী যুগে আরবে নারীগণ উলংগ হয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতো। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করে দুনিয়ার সকল মানুষকে সম্বোধন করেন। "তোমরা প্রত্যেক ইবাদতের সময় নিজেদের সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর।"

যে সকল অংগ লুকিয়ে রাখার বিধান, যা কারো সামনে উন্মুক্ত করা চরম নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা তা ঢেকে রাখার নামই সতর।

সতর ঢাকা ফরয ঃ

পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। মহিলাদের জন্যে হাতের তালু, পা এবং চেহারা ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা ফরয।

মহিলারা নামাযে যে সকল অংগ ঢেকে রাখবে ঃ

আল্লাহর বাণী— وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور ٣١)

"এবং তারা যেন নিজেদের যীনাত (সৌন্দর্য) প্রকাশ না করে। তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে (তাতে দোষ নেই)।" (আন্ নূর ঃ ৩১)

(১) মহানবী (স) বলেছেন—

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ - (الترمذى)

"ওড়না বা চাদর পরা ছাড়া আল্লাহ কোন বালিগা নারীর নামায কবুল করেন না।" (তিরমিযী)

(২) হযরত আয়েশা (রা) বলেন–

لَابُدَّ لِلْمَرْاَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ تُصَلِّىْ فِيْهَا دِرْعٌ وَجِلْبَابٌ وَخِمَارٌ ـ

www.bjilibrary.com

"নামাযের সময় মহিলারা ৩টি কাপড় পরবে। সেগুলো হল–

১. লম্বা জামা। ২. বড় চাদর যা গোটা শরীর ঢেকে রাখবে। ৩. ওড়না।

(৩) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলা কি অন্তর্বাস শুধু ওড়না পরে নামায পড়তে পারে? তিনি বললেন–

إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّىْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا

"হ্যাঁ পারে। তবে শর্ত হলো জামা ততোটা লম্বা হতে হবে, যাতে করে পায়ের পাতাও ঢেকে থাকে" (আবু দাউদ)

ওড়না ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী–

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ (اَلنُّوْرُ : ٣١)

"এবং তারা যেন নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে" (আন্ নূর ; ৩১)

মহিলাদের সতরের ফিক্‌হি মাসয়ালা ঃ

১. মহিলারা তিন কাপড়— লম্বা জামা, বড় চাদর ও ওড়না পরিধান করে নামায আদায় করবে।

২. মহিলারা যদি একটি বড় কাপড় আবৃত্ত হয়ে নামায পড়ে যাতে সমস্ত শরীর ঢেকে যায় তাতে নামায হয়ে যাবে।

৩. তিন কাপড় দ্বারা নামায পড়া সুন্নত।

৪. যদি কোন মহিলার একখানা কাপড় থাকে যা পরিধান করে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে গেলে সতর ঢাকে না, তা দিয়ে বসে বসে নামায আদায় করবে।

৫. কোন মহিলার যদি এক কাপড় ভিন্ন অন্য কোন কাপড় না থাকে এবং ঐ কাপড় দিয়ে নামায পড়তে গেলে সিজদার সময় উলঙ্গ হয়ে যায় তাতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে।

৬. মোটা চাদর ও ওড়না দিয়ে নামায পড়লে শুদ্ধ হবে, তবে সুন্নাতের সওয়াব পাবে না।

৭. যদি কোন মহিলার একখানা বড় কাপড় থাকে যা দিয়ে সমস্ত শরীর মাথার $\frac{1}{4}$ অংশ সহ ঢাকতে পারে, এমতাবস্থায় খোলা মাথায় নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না।

(৮) কোন মহিলার যদি ভাল কাপড় থাকে অথচ সে ছেড়া কাপড় দিয়ে নামায পড়ে এবং বিভিন্ন অংশের কিছু কিছু উলঙ্গ থাকে, এক্ষেত্রে দেখতে হবে সম্পূর্ণ

www.bjilibrary.com

স্থান একত্র করলে নলার ১/৪ অংশ পরিমাণ হয়, তাতে নামায নষ্ট হবে, নচেৎ নষ্ট হবে না। অথবা সকল খালি অংশ মিলে একটি ছোট অংগের ১/৪ অংশ পরিমাণ হলে নামায হবে না।

(৯) মহিলাদের পায়ের নলার ১/৪ অংশ কাপড় থেকে বের হলে নামায নষ্ট হবে।

(১০) মহিলাদের ছেড়ে দেয়া চুলের ১/৪ অংশ কাপড়ের থেকে বের হলে নামায হবে না। এমন কি খোপা বাঁধা চুলের ১/৪ অংশ বের হলেও নামায হবে না।

(১১) লজ্জাস্থানের ১/৪ অংশ খুলে গেলে তা নিয়ে নামায শুরু করা বা নামায পড়া জায়েয হবে না।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

মহিলাদের
তা'লীমুল মাসায়েল

মাওলানা হামিদা পারভীন